NUSA

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫

+88 01321-232 665
www.nusabd.org
nusa_bd@yahoo.com

নুসা বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪ - ২০২৫

সম্পাদক

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী
নির্বাহী পরিচালক, নুসা।

সম্পাদনা সহযোগী

» **মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন**, *যুগ্ম-পরিচালক, নুসা।*
» **মোঃ কবির হোসেন**, *যুগ্ম-পরিচালক, নুসা।*
» **আমিনুল হক মিন্টু**, *যুগ্ম-পরিচালক, নুসা।*
» **উদয় শওকত আলী**, *যুগ্ম-পরিচালক, নুসা।*
» **মোঃ ফারুক হোসেন**, *সহকারী পরিচালক, নুসা।*
» **মোঃ শাহ আলম**, *সহকারী পরিচালক, নুসা।*
» **মোঃ শওকত হোসেন**, *সমন্বয়কারী, নুসা।*

প্রকাশক

নুসা প্রকাশনা সেল
নুসা, নড়িয়া, শরীয়তপুর।

মুদ্রন সহায়তা

নুসা কম্পিউটারস এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার
নড়িয়া, শরীয়তপুর।

© নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

NUSA
WORKSHOP ON
BUSINESS PLAN
2025–2026

NUSA

Work on Business Plan
2025-2026

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন	০১
চেয়ারম্যানের বাণী	০২
নির্বাহী পরিচালকের মুখবন্ধ	০৩
এক নজরে নুসা	০৪
সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো	০৭
নুসা উপদেষ্টা পর্ষদ	০৮
নুসা পরিচালনা পর্ষদ (২০২৪-২০২৬)	০৯
নুসা সাধারণ পর্ষদ	১০
নুসা অর্গানোগ্রাম (২০২৪-২০২৫)	১২
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	১৩
অডিট সেল	১৫
নুসা'র চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প সমুহের বিবরণ	১৬
নুসা'র সমাপ্ত প্রকল্পসমুহের বিবরণ	১৭
প্রশিক্ষণ সেল	১৯
স্কীল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	২৩
সফল কেস স্ট্যাডি	২৬
ঋণ কার্যক্রম	২৯
গাইডেন্স প্রকল্প	৩৮
রেইজ প্রকল্প	৪০
কৃষি ইউনিট	৪৩
জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম	৪৭
বিএনএফ গাভী পালন কর্মসূচী	৪৮
সমৃদ্ধি কর্মসূচী	৪৯
কৈশর কর্মসূচী	৫০
বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	৫১
নুসা শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচী	৫৩
আইন সহায়তা কর্মসূচী	৫৫
সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প	৫৬
ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি)	৫৭
নুসা বিশেষ শিক্ষালয়	৫৮
নুসা থেরাপি সেন্টার	৫৯
প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী	৫৯
নড়িয়া গণ পাঠাগার	৬১
নুসা তথ্য সেবা কেন্দ্র	৬২
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন	৬৩

নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল (অব.) শওকত আলী

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, নুসা

গ্রাম বাংলার অতি দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং পিছিয়ে থাকা নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ১৯৭৯ সালে জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী ,এমপি গঠণ করেন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)। সরকারের এমডিজি এবং বর্তমানে এসডিজি সফল করা এবং সময়োপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের যুগোপযোগী সেবা প্রদানে আস্থা অর্জনকরছে নুসা। কভিড মহামারি পরবর্তীতে নুসা নানামুখী কার্যক্রম যেমন করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিনামূল্যে চিকিৎসা, ঔষধ বিতরণ, করোনা টিকা রেজিস্ট্রেশন, সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও নানামুখী ব্যবস্থার আয়োজন করে মানুষের পাশে থেকে সেবা করে যাচ্ছে নুসা।

সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ সময়কালের বাস্তবায়নকৃত সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচী এবং এর ফলে সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অগ্রগতি ও কর্ম এলাকার সার্বিক উন্নয়নে অবদানের তথ্য সংকলন করা হয়েছে। সকল কর্মের প্রতিবেদন সংকলনের পরতে পরতে প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্ঠা জাতীয় বীর, সাবেক ডেপুটি স্পীকার ও ৬ বারের সংসদ সদস্য কর্ণেল শওকত আলী, যিনি ২০২০ সালের ১৬ নভেম্বর নুসা'র লক্ষ লক্ষ সদস্য ও শুভাকাঙ্খীসহ দেশবাসীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

নুসা'র সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী, সম্মানিত দাতাবৃন্দ, সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদ এর সদস্যবৃন্দ, নুসা'র কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ এবং সকল শুভাকাংক্ষীসহ এর মূল চালিকা শক্তি প্রায় লক্ষাধীক সদস্যদের প্রতিনিয়ত সহযোগিতা ও আন্তরিক দোয়ায় পরমকরুনাময় আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃপায় কর্ণেল শওকত আলীকে জান্নাত বাসী করুন,আমিন।

-নুসার সুবিধাভোগী, কর্মী, কর্মকর্তা, সাধারণ পর্ষদ, পরিচালনা পর্ষদ ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

চেয়ারম্যানের বাণী

এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান, নুসা

অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৃশ্যমান ও বিকাশমান বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে নুসা ব্যাপক সফলতার সাথে এর কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। নুসা'র নির্বাহী পরিচালকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের বিরাজমান অস্থিরতার মধ্যেও অতি কৌশলে কার্যক্রম চালিয়ে সকল কর্মকর্তা কর্মচারির প্রাপ্য বেতন-ভাতা পরিশোধ করে এসেছেন।

এছাড়া শত প্রতিকুলতার মধ্যেও গত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও নিজস্ব উদ্যোগে বাস্তবায়নকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি অর্জন করেছেন। সাধারণ পর্ষদ, নির্বাহী পর্ষদ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে সাংগঠণিক ও বাস্তবায়িত কর্মসূচীতে ব্যপক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে আশানুরুপ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। একই সাথে সংস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।

পরিশেষে আমি নুসা'র পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে প্রতিষ্টাতা প্রধান উপদেষ্টা মাননীয় সাবেক ডেপুটি স্পীকার ও মাননীয় সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

তারিখ ঃ ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ইং।

নির্বাহী পরিচালকের মুখবন্ধ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী
নির্বাহী পরিচালক, নুসা

বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠণের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতীয় বীর কর্ণেল (অব:)শওকত আলী 'নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী ও নারীর ক্ষমতায়নে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বহুমুখি কর্মকান্ড বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে রেখে গেছেন, তারই আদর্শ ও দিকনির্দেশনা লালন করে সংস্থার উন্নয়নে আমরা কাজ করছি।

বর্তমানে সংস্থাকে জাতীয় পর্যায় উন্নীত করে ৩টি বিভাগের ৬টি জেলা এলাকায় সদস্যদের মধ্যে সুশাসন ও শুদ্ধাচার, জেন্ডার সমতা বজায় রাখা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষায় আইনের সহায়তা প্রদান, প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে স্বচেস্ট, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতঃ দরিদ্র; অরক্ষিত, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে সহায়তা করে আসছি। বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, প্রতিবন্ধী পূনর্বাসন, প্রবীন জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার যুবক-যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করা, দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্নকর্মসূচী গ্রহণ, জেন্ডার সমতা ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে সহায়তা ইত্যাদি সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নুসা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নুসা'র এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মএলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পেরে আমরা আনন্দিত।

উপদেষ্টা পর্ষদ, সাধারণ পর্ষদ, নির্বাহী পর্ষদ এবং সংস্থার সকল স্থরের ষ্টাফদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গত আর্থিক বছর (২০২৪-২৫) আশানুরুপ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি যার জন্য আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি বিশ্বাস করি, সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা জিও এবং এনজিও সমুহের পদ্ধতিগত সংস্কার, তাদের কার্যত এবং দক্ষতা উন্নয়ন, সর্বোপরি একটি সমন্বিত ও সংঘবদ্ধ এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য্য। সুশাসন ও শুদ্ধাচার আমাদের অঙ্গীকার।

তারিখ ঃ ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ইং।

নুসা পরিচিতি

প্রেক্ষাপট:

১৯৭৯ সালে কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী প্রথম বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরে নড়িয়া বি.এল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে বিজয় মঞ্চ থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে "নড়িয়া থানা বেসরকারী উন্নয়ন সমিতি'র নাম ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে এ নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত নাম 'নুসা' হয়। নুসা প্রথমত: নড়িয়া উপজেলাব্যাপী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে থাকে পরবর্তীতে শরীয়তপুর জেলায় এবং বর্তমানে মাদারীপুর, চাঁদপুর, মুন্সিগঞ্জ, বরিশাল, ফরিদপুর জেলায় ৪৫ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

নুসা'র ভিশন, মিশন, মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য

ভিশন

নুসা প্রত্যাশা করে সকলের জন্য সমান সুযোগ বিদ্যমান এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা।

মিশন

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টির দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক সাম্যতা, আর্থিক সক্ষমতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সৃজনশীলতা উন্নয়নের ফলে সমাজের সকলেই সমান সুফল ভোগ করবে।

মূল্যবোধ

» সুশাসন
» মানবাধিকার সমুন্নত করা
» জেন্ডার সাম্যতা
» সক্রিয় অংশগ্রহণ

উদ্দেশ্য

১. দুঃস্থ্য মানুষের কল্যাণ সাধন, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান।
২. শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, তথ্য প্রযুক্তি, ক্রীড়া, চারুকলা ইত্যাদি কর্মসূচী উন্নয়ন।
৩. মা ও শিশুসহ সকল মানুষের স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত, পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচীতে সচেতনতা এবং সহায়তা।
৪. স্যানিটেশন, হাইজিন প্রমোশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা উন্নয়ন।
৫. প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ।
৬. আধুনিক প্রযুক্তি বিশেষত, তথ্য প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় বিভিন্ন ট্রেডে যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানে সহযোগিতা করা।
৭. নারীর ক্ষমতায়ন, নারী অধিকার এবং লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা।
৮. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৯. গণতন্ত্র চর্চায় উদ্বুদ্ধকরন।
১০. মানবাধিকার ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা।
১১. জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ি মনোভাব গড়ে তোলা এবং উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থায়ন।
১২. কিশোর ও কিশোরীদের বিকশিত করা।
১৩. প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন।
১৪. প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।
১৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করা।
১৬. সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা ।
১৭. মানসম্মত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নুসা'র ব্যবস্থাপনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
১৮. জাতীয় পর্যায়ের সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

কার্যক্রম

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে বহুমুখী সেবা প্রদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এর কর্ম-পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিগত বছরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টপরিস্থিতিতে অভিযোজন সংক্রান্তকর্মসূচী যেমন-জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, আইনগত সহায়তা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও দক্ষতাবৃদ্ধিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি জোরদার করার লক্ষ্যে এর কর্ম এলাকায় বিভিন্ন কর্মসুচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে নুসা'র ৪০ টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমের সহায়তায় ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা তৈরী করে দরিদ্র জনগোষ্ঠির একটি অংশকে মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠিতে পরিনত করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে প্রায় লক্ষাধীক পরিবারের কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে নুসা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নুসা'র সুবিধাভোগীসদস্যদের বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ ও তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরনে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের মার্কেটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। বেকার যুবক যুবতীদের আত্মকর্ম সংস্থান এবং দেশী-বিদেশী জব মার্কেটে প্রবেশের জন্য ৩ মাস মেয়াদী আবাসিক কারিগরী ও জেনেরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতেবিশেষ অবদান রাখছে। বিশেষায়িত ব্যক্তী বান্ধব সংস্থা হিসাবে নুসা তাদের অধিকার সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে নড়িয়াতে ১টি বিশেষায়িত বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনাসহ সংস্থার নারীদের জন্য নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরী করা হয়েছে।এছাড়া সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় ভিক্ষুক পূনর্বাসন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ প্রদান, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ, গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদানসহ বহুবিধকার্যক্রম বাস্তবায়ন করে জনগনের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিচ্ছে।মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় 'ভিডব্লিউবি' সুবিধাপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন জীবন দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ এবং সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের বিশেষ অনুদানের দ্বারা নদীভাঙ্গন এলাকার দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে ১০টি গাভী পালনের মাধ্যমে উন্নয়নমুলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। বৈদেশীক দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় শরীয়তপুরের ৩৯ টি ইউনিয়নে জেন্ডার সমতা ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে তিন লক্ষ পরিবারের মধ্যে গাইডেন্স প্রকল্প কাজ করছে।

নুসা'র সামগ্রীক কর্ম এলাকার বিবরণ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন সংখ্যা	পৌরসভার সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা
ঢাকা	শরীয়তপুর	নড়িয়া	১৪	০১	৮৪
		জাজিরা	১২	০১	৮০
		শরীয়তপুর সদর	১১	০১	৭০
		ভেদরগঞ্জ	১৩	০১	৮৪
		ডামুড্যা	০৭	০১	৫৮
		গোসাইরহাট	০৮	০১	৭৬
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	১২	০১	৪৪
		শিবচর	১৬	০১	৫২
		কালকিনী	১২	০১	৪৭
		রাজৈর	১২	০১	৩৩
	মুন্সীগঞ্জ	টঙ্গীবাড়ি	০৮	০১	৩৫
	ফরিদপুর	ভাঙ্গা	০৭	০১	৩৪
		সদরপুর	০৮	০	২৬
চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	০৮	০	২৭
		হাইমচর	০৪	০	২২
		মতলব উত্তর	০৬	০	২৯
বরিশাল	বরিশাল	গৌরনদী	০৭	০১	৩২
		হিজলা	০৭	০১	৩৬
		মুলাদী	১০	০১	৩৫
০৩ টি	০৬ টি	১৯ টি	১৮২ টি	১৫ টি	৯০৪ টি

প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী

প্রধান উপদেষ্টা, নুসা
সাবেক মাননীয় ডেপুটি স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী চিরদিন বেঁচে থাকবেন আমাদের হৃদয়ে। তিনিই থাকবেন নুসা'র চিরদিনের প্রধান উপদেষ্টা। আমরা নুসা পরিবার যুগ যুগ ধরে তাঁরই সৃষ্টি 'নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)' কে তাঁর আদর্শ ও নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

> "সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সকল নিপীরণ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে"
>
> \- জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী

> "যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা দেশটিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, সেভাবে এখনো গড়ে ওঠেনি"
>
> \- জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী

সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিবরণ ২০২৪-২০২৫

	পুরুষ	মহিলা	মোট
সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট	১০	০১	১১
মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট	৬৫	০৫	৭০
স্টাফ	২০৪	৭৪	২৭৮
সাপোর্ট স্টাফ	২২	৪০	৬২
সর্বমোট	৩০১	১২০	৪২১

নুসা উপদেষ্টা পর্ষদ

উপদেষ্টা পর্ষদঃ

সংস্থায় সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে সফল বাস্তবায়নের জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পর্ষদ রয়েছে। তাঁরা নুসা সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলীর জন্য প্রধান উপদেষ্টার পদ সংরক্ষিত রেখে নতুন পদ কার্যকরী উপদেষ্টা সৃষ্টি করা হয়েছে। ডা. খালেদ শওকত আলী কার্যকরী উপদেষ্টা এবং ৪ জন উপদেষ্টা হিসাবে যথাক্রমে জনাব ফিরোজ শওকত আলী, জনাব গিয়াস উদ্দীন সরদার, মিজ আকিমন নেছা ও ডাঃ জগদীশ চন্দ্র মন্ডল দায়িত্ব পালন করেন।

ফিরোজ শওকত আলী
উপদেষ্টা

ডাঃ খালেদ শওকত আলী
কার্যকরি উপদেষ্টা

গিয়াসুদ্দীন সরদার
উপদেষ্টা

আকিমন নেছা
উপদেষ্টা

ডাঃ জগদীশ চন্দ্র মন্ডল
উপদেষ্টা

নুসা পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪-২০২৬

পরিচালনা পর্ষদঃ

সংস্থার সঠিক নিয়ন্ত্রণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনুমোদন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি করার জন্য নুসা'র ৭ সদস্যবিশিষ্ট শক্তিশালী একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। উক্ত পর্ষদে ২ জন নারী সদস্য রয়েছেন। পরিচালনা পর্ষদ সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। উক্ত পর্ষদ একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যান, একজন কোষাধ্যক্ষ ও ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ সংস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে থাকেন। নুসা'র চেয়ারম্যান জনাব এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ।

পরিচালনা পর্ষদ বছরে অন্তত ৪-৫ টি সভা করে সকল বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান
আইন ব্যবসা

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাফিজ বেপারী
ভাইস চেয়ারম্যান
ব্যবসা

মোঃ আব্দুল লতিফ
কোষাধ্যক্ষ
ব্যবসা

বীর মুক্তিযোদ্ধা বিএম জাহেদ আলী বেপারী
নির্বাহী সদস্য
ব্যবসা

মেরিনা শওকত আলী
নির্বাহী সদস্য
চাকুরীজীবি

আঃ রহমান ঢালী
নির্বাহী সদস্য
ব্যবসা

কামরুননাহার দিপালী
নির্বাহী সদস্য
চাকুরীজীবি

নুসা সাধারণ পর্ষদ

সাধারণ পর্ষদঃ

৩১ সদস্যবিশিষ্ট সংস্থার একটি সাধারণ পর্ষদ রয়েছে। সাধারণ পর্ষদের সদস্যগণ সমাজের বিভিন্ন পেশা, শ্রেণী ও এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। সংস্থার নীতি প্রণয়নে পরামর্শ ও বাজেট পাশ, সংস্থার বার্ষিক অডিট পরিচালনা, অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা ও পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন করার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে সাধারণ পর্ষদ। বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে সদস্যগণ উপস্থিত হয়ে থাকেন। নুসা'র সাধারণ পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার প্রায় শতভাগ।

সাধারণ পর্ষদের সভার বিবরণঃ

এযাবৎ বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছে- ৪৩ টি।

এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
পিতা: মৃত মোজাফ্‌ফর আহমেদ
আইন ব্যবসা

ডাঃ তানিনা খালেদ আলী
স্বামী ডাঃ খালেদ শওকত আলী
চিকিৎসক

গিয়াসুদ্দীন সরদার
পিতা: মৃত আঃ হামিদ
অব: সরকারি কর্মকর্তা

বীর মুক্তিযোদ্ধা বিএম জাহেদ আলী বেপারী
পিতা: মৃত মনাই বেপারী
ব্যবসা

ডাঃ খালেদ শওকত আলী
পিতা: কর্ণেল (অব.) শওকত আলী
চিকিৎসক

ইউসুফ আলী জোজো
পিতা: মৃত কর্ণেল (অব.) এমএম আলী
ব্যবসা

মেরিনা শওকত আলী
স্বামী: ইউসুফ আলী জোজো
চাকুরী

ফিরোজ শওকত আলী
পিতা: কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী
মেরিন এক্সিকিউটিভ অস্ট্রেলিয়া, চাকুরী

আঃ রহমান ঢালী
পিতা: মৃত আহাম্মদ ঢালী
ব্যবসায়ী

সুধীর কুমার সেন
পিতা: মৃত মহাদেব সেন
ব্যবসা

মোঃ আব্দুল লতিফ
পিতা: মৃত হাতেম আলী মাষ্টার
ব্যবসা

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাফিজ বেপারী
পিতা: মৃত আঃ ওয়াহেদ বেপারী
ব্যবসা

আকিমন নেছা
স্বামী: আব্দুর রাজ্জাক
সমাজসেবা

হারুন অর রশিদ
পিতা: মৃত: হাতেম আলী চৌকিদার
ব্যবসা

দুলাল বেপারী
পিতা: মৃত আঃ মান্নান বেপারী
ব্যবসা

অধ্যক্ষ আবদুল খালেক
পিতা: মৃত মোঃ মঙ্গল খান
চাকুরী

এ্যাডঃ এমএম বশিরুল আলম
পিতা: মৃত আব্দুল আজিজ মাঝি
ব্যবসা

শহিদুল ইসলাম বন্দুকছি
পিতা: মৃত: মহিউদ্দিন আহম্মেদ
চাকুরী

মালাবক্স কাজি
পিতা: মৃত বনব আলী কাজি
সভাপতি, প্রবীন কমিটি

খন্দকার ওয়াহেদুর রহমান
পিতা: খন্দকার সাজেদুর রহমান
গবেষক

মোঃ আলী আজগর চুন্নু
পিতা: মৃত হাজী আশ্রাব মিয়া
ব্যবসা

হৃদয় শওকত আলী
পিতা: ডা. খালেদ শওকত আলী
ছাত্র

শহিদুল ইসলাম (বাবু রাঢ়ী)
পিতা: হোসেন আলী রাঢ়ী
সাবেক মেয়র

ডাঃ জগদীশ চন্দ্র মন্ডল
পিতা: মৃত সাতকড়ি মন্ডল
চিকিৎসা

আতাউর রহমান সবুজ খান
পিতা: মৃত ইসমাইল খান
ব্যবসা

এমএম শাহজাহান
পিতা: মৃত মীর মোঃ আমিন
চাকুরী

মিজ খাদিজা বেগম
স্বামী: মোঃ হান্নান ফকির
চাকুরী

এ্যাডঃ মেহেরুন নেছা খানম
স্বামী: নাজমুল আলম
চাকুরী

কামরুননাহার দিপালী
স্বামী: মৃত আতাউর রহমান স্বপন
শিক্ষক

নুসা অর্গানোগ্রাম (২০২৪-২০২৫)

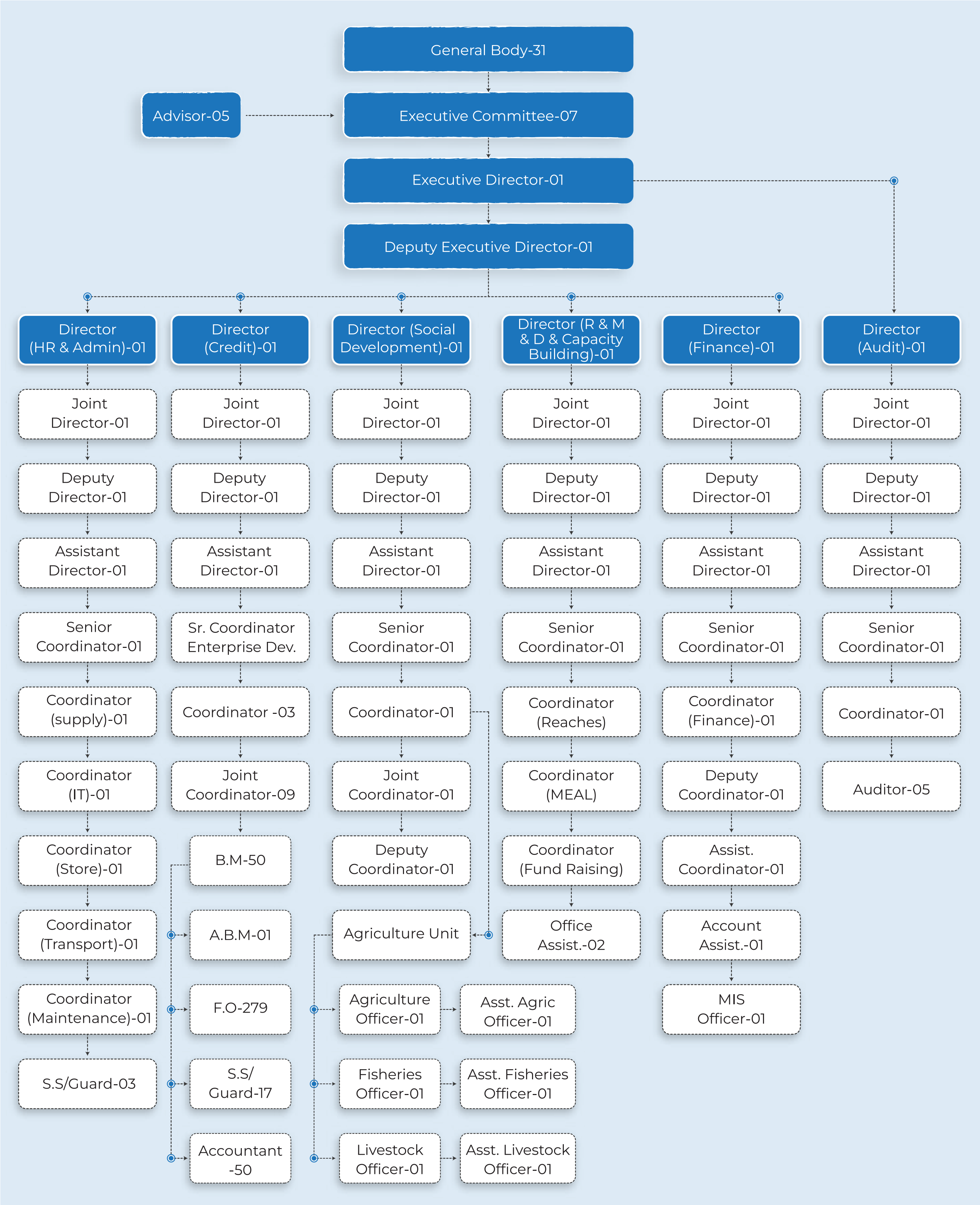

সংস্থার প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ

নুসা'র পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শক্রমে মানব সম্পদ পরিচালনা হয়ে থাকে। নির্বাহী পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ ও কর্মকর্তা-কর্মীদের মধ্যে প্রশাসন ও মানবসম্পদ সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে থাকে। সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নুসা'র ১১ জন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট স্টাফ, ৭০ জন মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট স্টাফ, ২৭৮ জন মাঠ পর্যায়ের স্টাফ এবং ৬২ জন সাপোর্ট স্টাফ নিয়োজিত রয়েছেন। সংস্থার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক স্থাপন, প্রতিস্থাপন, দায়িত্ব বন্টন, মূল্যায়ন ও সুবিধাদি প্রদান, শাস্তির বিধান ইত্যাদি কাজ করে থাকে এই বিভাগ। প্রশাসনিক বিভাগ নতুন অফিস স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণা-বেক্ষণ, যানবাহন ও মালামাল ক্রয়/বিক্রয় ইত্যাদি কাজ করে।

জুন ৩০, ২০২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত নুসা'য় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৪২১ জন। এর মধ্যে ৩৩৬ জন নিয়মিত ও ৮৫ জন প্রকল্প ও খন্ডকালীন ষ্টাফ। সংস্থায় বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী পদে ৩২৬ জন (৫৬%) নারী কর্মী কাজ করছেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক একজন নারী। তাই নারীর ক্ষমতায়নে সংস্থার এই ভূমিকার প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সংস্থার সকল স্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড বজায় রাখা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত নিয়োগ কমিটি এতদসংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করে থাকে। নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্ব-স্ব বিষয়ে দক্ষতা তৈরীর ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এম আই এস সিস্টেম ঃ

নুসা'র ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অটোমেশন পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। অটোমেশনের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে ক্ষুদ্রঋণ, অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়ে থাকে।অনলাইন অটোমেশনের আওতায় সংস্থার সকল শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সাথে ৪৫ টি শাখা কার্যালয় অনলাইন অটোমেশনের আওতাভূক্ত।

অর্থ ও হিসাব বিভাগঃ

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) এর অর্থ ও হিসাব বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ে প্রধান হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা (হেড অব ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টস) এর নেতৃত্বাধীন ০৫ জন কর্মকর্তা এবং শাখা পর্যায়ে ৪৫ জন শাখা হিসাব রক্ষকসহ মোট ৫০ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মী নুসা'র অর্থ ও হিসাব কার্য পরিচালনা করে আসছে।

সংস্থার আর্থিক লেনদেনগুলোকে যথাযথভাবে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধকরন, আর্থিক বিবরনী প্রস্তুতকরন ও হিসাবের সকল নথিপত্র সংরক্ষণ **অর্থ ও হিসাব বিভাগের** প্রধান দায়িত্ব। হিসাব বিভাগ আর্থিক প্রতিবেদন সঠিক ও নির্ভুলভাবে প্রকাশ ও উপস্থাপন করে। এছাড়া **অর্থ ও হিসাব বিভাগের** অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো প্রধান অফিস, প্রকল্প অফিস ও শাখার প্রতিটি ব্যয়ের সত্যতা প্রমান করা ও যাবতীয় আয়ের প্রাপ্তিতা নিশ্চিত করা। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনায় তাদের অন্যতম ভূমিকা থাকে। এছাড়া অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীগন তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি(এমআরএ), পিকেএসএফ, আইএফআরএস, আইএএস, ব্যাংক, এনবিআর, নুসা'র নিজস্ব পলিসি এবং দাতাগোষ্ঠীর প্রদত্ত বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স সঠিকভাবে পালন করে থাকে। একই সাথে আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, বহি : নিরীক্ষক ফার্ম, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও সংস্থার সকল পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় রেখে কার্য পরিচালনা হয়ে থাকে। হিসাব রক্ষন কাজে নিয়জিত একজন কর্মীর প্রতিদিনের, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক, বার্ষীক ও প্রকল্প মেয়াদের শেষে নির্ধরিত দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে সে গুলো তালিকা প্রস্তত করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা যথাযথভাবে পালন করে থাকে। সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। সংস্থা বিএএস ও আইএএস অনুসরণ করে হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাদি নিশ্চিত করে। প্রতি বছর অনুমোদিত চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম দ্বারা সংস্থার নিরীক্ষার কাজসম্পন্ন করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মেসার্স কাজী জহির খান এন্ড কোং দ্বারা সংস্থার হিসাবাদি নিরীক্ষা করানো হয়েছে।

নুসা'র নীতিমালা সমুহ

নুসা'র কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য নীতিমালা রয়েছে যাহা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নীতিমালাসমুহ নিম্নে দেওয়া হলো-

অডিট সেল

অডিট সেলে একজন সহকারী পরিচালক সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নুসা'র চলমান সকল কর্মসূচী ও প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে অগ্রগতি যাচাই ও পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য প্রতিবেদন নির্বাহী পরিচালকের নিকট পেশ করেন। সংস্থার অডিট সেল নির্বাহী পরিচালকের মহোদয়ের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে এবং তার নিকট জবাবদিহিতা করেন। অডিট সেলের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শাখা অফিস এবং প্রকল্প অফিসে দেওয়া হয়। অডিটে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষনের আলোকে স্ব স্ব বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে অডিট বিভাগ কর্তৃক সংস্থার ৪৫ টি শাখা (মাঠ ও অফিস পর্যায়) এবং প্রধান কার্যালয়সহ সকল প্রকল্প অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে।

নুসা'র নেটওয়ার্কিং

নুসা'র সদস্যভুক্ত বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ও ফোরাম ঃ-

PKSF	CDF	ADAB	AOF
BNF	BFRG	Data Soft	CDD
BSAF	CAMPE	SWID	UNICEF
MJF	NGO FORUM	DWA	BNFE

নুসা'র চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প সমুহের বিবরণ

নুসা নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি ও এনজিও নেটওয়ার্কের সাথে সদস্য হিসেবে উন্নয়নমূলক কাজে ভুমিকা রাখছে।

প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	শুরু থেকে সময়কাল
গাইডেন্স প্রকল্প	এস ডি সি ও কানাডা মাধ্যম জি এফ এ (জার্মান)	২০২৪ - ২০২৭
ঋণ কর্মসূচী	পিকেএসএফ	১৯৯৪ থেকে চলমান
নুসা সমৃদ্ধি কর্মসূচী	পিকেএসএফ	সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে চলমান
প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন	পিকেএসএফ/ নুসা	জুলাই ২০১৭ইং - চলমান
Skill for Investment Employment Project (SEIP)	পিকেএসএফ	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে চলমান
কৈশোর কর্মসূচী	পিকেএসএফ	২০২৪ - ২০২৫
সমন্বিত কৃষি ইউনিট (কৃষি ও প্রাণী)	পিকেএসএফ/ নুসা	জুলাই ২০২০ থেকে চলমান
RAISE Project	পিকেএসএফ	২০২১ থেকে চলমান
দু:স্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি(ভিজিডি)	মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়	জুলাই ২০১৯ থেকে চলমান
নুসা বিশেষ শিক্ষালয়	নুসা নিজস্ব তহবিল	০১ মে ২০১০ থেকে চলমান
কৃষি ইউনিট	পিকেএসএফ/ নুসা	জুলাই ২০২০ থেকে চলমান
গাভী পালন কর্মসূচি	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)	০১ এপ্রিল ২০২০ থেকে চলমান
সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী	নুসা'র নিজস্ব	জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৫
নড়িয়া গণ পাঠাগার	নুসা/ সরকারি অনুদান	০১ জানুয়ারি ১৯৯১ থেকে চলমান
সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প	নুসা/ সরকারি অনুদান	১৯৯৮ থেকে চলমান

নুসা'র সমাপ্ত প্রকল্পসমুহের বিবরণ

ক্র. নং	প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	সময়কাল	বাজেট (কোটি টাকায়)
১.	এনআইএইচপি	অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন	১৯৯৭	০.০৪
২.	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	এনজিও ফোরাম	১৯৯৯	০.০০৫
৩.	বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ	ডিপিআইএফ,খামারবাড়ী	২০০০	০.০২
৪.	বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প	ডিএনএফপিই	১৯৯৯ - ২০০১	০.১০
৫.	মিনি নার্সারী	ডিপিআইএফ,খামারবাড়ী	২০০১	০.০২
৬.	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট(সিডিপি)	ডিএফআইডি,বৃটিশ হাই কমিশন	২০০০ - ২০০১	০.১৪
৭.	গণ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন	২০০০ -২০০২	০.০৫
৮.	ট্রিকল আপ প্রকল্প	নিউ ইয়োর্ক/আইভিএস	২০০২-২০০৩	০.০২
৯.	আমাদের স্কুল প্রকল্প (এএসপি)	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৬ - ২০১২	১.০৩
১০.	জরুরী ত্রাণ বিতরণ	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৭	২.৬৩
১১.	বন্যাপরবর্তী পূনর্বাসন	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৮	০.৮৮
১২.	আইনগত সহায়তা প্রকল্প	বিএন ডাব্লিউ এল এ, ঢাকা	২০০৭- ২০০৯	০.০২
১৩.	ওয়াশ ফর স্কুল ক্যাম্পেইন	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৯ - ২০১১	০.৪৮
১৪.	দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের শতভাগ ভর্তি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়	২০১০ - ২০১১	০.১০
১৫.	সেনিটেশন, হাইজিন (স্বাস্থ্য) শিক্ষা ও পানি সরবরাহ, বাংলাদেশ প্রকল্প (শেওয়াবি)	জিওবি- ইউনিসেফ	২০০৯-২০১২	০.৩০
১৬.	পি ওয়াশ প্রকল্প (সেনিটেশন)	এনজিও ফোরাম, ফরিদপুর	২০১১ - ২০১৫	০.৩৭
১৭.	মৌলিকসাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪জেলা) ১ম ধাপ	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২০১৭ - ২০১৮	০.৪২
১৮.	পার্টিসিপেটরী একশন টুওয়ার্ডস রেসিলিয়েন্ট স্কুল এন্ড এডুকেশন সিস্টেম	একশন এইড বাংলাদেশ ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ	২০০৯-২০১০	০.৩৭
১৯.	মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (এমএফটিএস)	পিকেএসএফ	২০০৬ - ২০১০	৪.৩৭
২০.	গৃহায়ন প্রকল্প	গৃহায়ন তহবিল,বাংলাদেশ ব্যাংক	২০০০ - ২০১০	০.৭০
২১.	ভাইয়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন	ইউএনএইডস	২০১০ - ২০১২	০.০৯
২২.	মাল্টি ডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স নির্মান	জাপান এম্বাসী, বাংলাদেশ	২০১১-২০১২	০.৭৫

ক্র. নং	প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	সময়কাল	
২৩.	মাল্টি ডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স নির্মান	জার্মান হাইকমিশন,বাংলাদেশ	২০১২-২০১৩	০.১২
২৪.	স্যানিমার্ট (ন্যাপকিন) প্রকল্প	প্রাকটিক্যাল একশন,বাংলাদেশ	২০১৩	০.০০৪
২৫.	প্রতিবন্ধী পূনর্বাসন প্রকল্প	সিডিডি ও এমজে এফ	২০১০ - ২০১৩	০.২৫
২৬.	এক্সপান্ড হায়ারলেভেল এডভোকেসি টু ক্রিয়েট ইনেবলিং এনভায়রনমেন্ট	সেভ দা চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশনাল	২০১৩	০.০৩
২৭.	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	জাইকা ও বাংলাদেশ সরকার	২০১২ - ২০১৩	০.২২
২৮.	ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০১৩ - ২০১৪	০.০৯
২৯.	সবার জন্য স্যানিটেশন	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১২ - ২০১৪	০.০৪
৩০.	মুখোমুখী প্রকল্প	টি এ এফ ও আইইডি	২০১১ - ২০১৪	০.১৮
৩১.	স্যানিটেশন ফর অল	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১২ - ২০১৪	০.০৪
৩২,	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামিন উন্নয়ন প্রকল্প	এলজিইডি ও জাইকা	২০১২ - ২০১৪	০.২২
৩৩.	দরিদ্র নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১৫- ২০১৫	০.০৩
৩৪.	শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প (ইএসপি)	ব্র্যাক	২০১১ - ২০১৫	০.৬৮
৩৫.	মেকিং ওমেন লিগ্যাল রাইটস এ রিয়েলিটি ইন বাংলাদেশ (MWLRB)	BNWLA	২০১৩ - ২০১৬	০.৬৯
৩৬.	মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০১৪ - ২০১৬	০.০৯
৩৭.	কমুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (সিডিপি)	ডিএফআইডি	২০০০ - ২০১৬	১.৫০
৩৮.	প্রোমোটিং রাইটস অব পিপল উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ লোকাল গভর্নেন্স এন্ড সার্ভিস প্রোভাইডিং ইনসটিটিউশান (PRPD-DI)	এমএজএফ/ মাধ্যম সিডিডি	২০১৩ - ২০১৬	০.৪২
৩৯.	ভালনারেবল গ্রুপ ডেপেলভমেন্ট(ভিজিডি)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০০৭ - ২০২০	২.৭৭
৪০.	মৌলিকসাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪জেলা) ২য় ধাপ	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২০১৯ - ২০২১	১.৫০
৪১.	দরিদ্র নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১৭ - ২০১৮	০.০২
৪২,	ছাগল পালন কর্মসূচী	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০২১-২০২২	০.০৩
৪৩.	পদ্মা পাড়ের খামারিদের গাভী পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প	পিকেএসএফ/ নুসা	২০১৭ - ২০২০	১.৩০
মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা				২৩.১১

প্রতিবেদন

নুসা মাল্টিডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স

নুসা'র অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে সংস্থার মূল ধারায় একটি প্রশিক্ষণ সেল গঠন করা হয়েছে যাদের কাজই হলো প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা, বিভিন্ন সহযোগি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে নুসা'র ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। নুসা'র আছে ২৪ শতাংশ জমির উপর নির্মিত পাঁচ তলা বিশিষ্ট ভবন। যেখানে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, ওয়ার্কসপ, ও প্রশিক্ষণ করানোর মত সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। "নুসা মাল্টিডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স"নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি নুসা'র একটি প্রশিক্ষণ সেন্টার। এই প্রশিক্ষণ সেন্টারে মনোরম পরিবেশে সব ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজনের সু ব্যবস্থা আছে। এই প্রশিক্ষণ সেন্টারে প্রশিক্ষণ করানোর মত অনেকগুলো রুম আছে। একটি ডাইনিং রুম (৫০ জনের এক সাথে বসার মত) একটি অফিস রুম ও একটি তথ্য প্রদান রুম রয়েছে। এছাড়াও কারিগরি প্রশিক্ষণ যেমন: ফ্যাশন গার্মেন্টস, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক্যাল ইস্ট্রলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স, কনজুমার ইলেকট্রনিক্স ও অটো মেকানিক্স প্রশিক্ষণ করার জন্য ৫টি আলাদা ল্যাব রুম আছে এবং নারী ও পুরষের জন্য আলাদা টয়লেট ব্যবস্থা আছে। ১০০ জনের আবাসন ব্যাবস্থা রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ সেন্টারে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করানোর জন্য পর্যাপ্ত কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম, ভিডিও প্লেয়ার, টিভি, ভিপবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সেন্টারে ইয়ারকন্ডিশন সমৃদ্ধ রুম আছে।

বিভিন্ন সময়ে অফিসের কাজে নড়িয়াতে আগতদের রাত্রি যাপনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই বাধ্য হয়েই জেলা শহরে গিয়ে রাত্রি যাপন করে থাকেন। তাদের কথা চিন্তা করে নুসা তাদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করেছে। আমাদের সুযোগ সুবিধাসমুহ নিম্নে দেওয়া হলো।

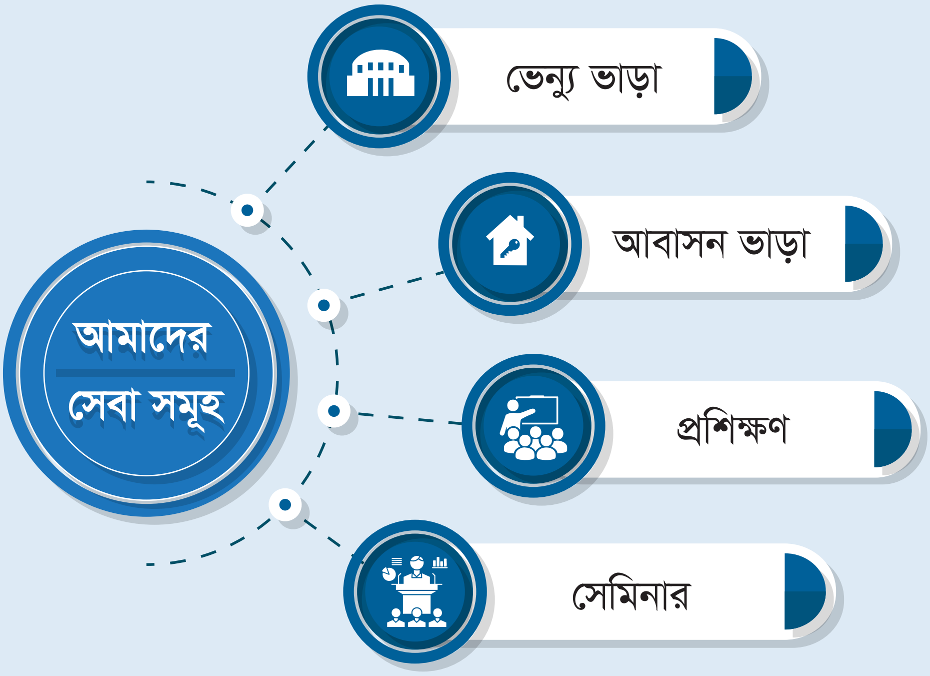

আমাদের প্রশিক্ষণ সেন্টারের বৈশিষ্ঠ্য/সুবিধা সমূহঃ

- গাড়ী রাখার জন্য গ্যারেজ আছে
- ওয়াইফাই ব্যবস্থা আছে
- জেনারেটর ও সৌরবিদ্যুৎ আছে
- ছবি তোলার জন্য ডিএসএলআর ক্যামেরা আছে
- প্রশিক্ষণ সেন্টারটি সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিরাপত্তা বেষ্ঠিত আছে

প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নুসা'র যে সকল মডিউল আছেঃ

০১ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মৌলিক প্রশিক্ষণ

০২ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

০৩ হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

০৪ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

০৫ সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

০৬ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ

০৭ নুসা দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মৌলিক প্রশিক্ষণ

০৮ হাঁস-মুরগীপালন

০৯ গরু ও ছাগল পালন

১০ আধুনিক পদ্ধতিতে শাক সবজি চাষ

১১ নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীদের ইতিবাচক পরিবর্তন

১২ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নুসা'র প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি দক্ষ রিসোর্সপুল আছেঃ-

ক্র. নং	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	যুগ্ম-পরিচালক	বি,এ
২.	মোঃ কবির হোসেন	যুগ্ম-পরিচালক	এম,এস,এস
৩.	আমিনুল হক মিন্টু	যুগ্ম-পরিচালক	এম,এস,এস
৪.	মোঃ ফারুক হোসেন	সহকারী পরিচালক	এম,কম
৫.	মোঃ শাহআলম	সহকারী পরিচালক	এম,কম
৬.	মোঃ ফকরউদ্দিন	সমন্বয়কারী	এম.এ
৭.	মোঃ শওকত হোসেন	সমন্বয়কারী	এম,এস,সি
৮.	মোঃ ফিরোজ উদ্দিন	জোনাল ম্যানেজার	এম,এ
৯.	উজ্জল ব্যনার্জী	জোনাল ম্যানেজার	এম,এ
১০.	এস, এম, মিজানুর রহমান	এরিয়া ম্যানেজার	এম,কম
১১.	মোঃ আমির হোসেন আমু	এরিয়া ম্যানেজার	বি.এ
১২.	আছিয়া খাতুন রুমা	উপ-সমন্বয়কারী (প্রশিক্ষণ)	বি.এ
১৩.	মোঃ খোরশেদ আলম	প্রশিক্ষক, গাইডেন্স	এম.এ
১৪.	মোঃ নুরমোহাম্মাদ	এরিয়া ম্যানেজার	এম.এ
১৫.	মারুফ হাসান তারেক	এরিয়া ম্যানেজার	বি,এ
১৬.	মোঃ নূরুজ্জামান	ট্রেনিং অফিসার	এম,এ

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে নুসা'র প্রশিক্ষণ সেল যে সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে তা নিম্নরুপঃ-

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	ব্যাচ সংখ্যা	জন সংখ্যা	মোট বাজেট ও খরচের হিসাব
১.	ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	১৯ জন	২০২৪-২০২৫অর্থ বছরে ট্রেনিংয়ে মোট বাজেট ছিল ১০,০০০০ (দশ লক্ষ) টাকা মোট খরচ হয়েছে ৮,৯৩,১৭৫/- (আট লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা বাজেটের ৮৯% খরচ হয়েছে
২.	ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মৌলিক প্রশিক্ষণ	০১	২০ জন	
৩.	হিসাব রক্ষকদের সফটওয়ার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	০২	৩৯ জন	
৪.	একাউন্টিং ফর নন এ্যাকাউন্টস বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	০৭ জন	
৫.	হিসাব রক্ষকদের আরএমপিটি রিপোর্ট বিষয়ক কর্মশালা	০১	১০ জন	
৬.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩	৫৮ জন	
৭.	নুসা দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মৌলিক প্রশিক্ষণ	০১	১৮ জন	
৮.	জিপিএস সিস্টেম ট্রেনিং (বিডি রুরালওয়াস)	০১	১৩ জন	
৯.	সার্ভিস ষ্টাফদের প্রশিক্ষণ	০১	২৭ জন	
	মোট ষ্টাফ প্রশিক্ষণ	**১২**	**২১১ জন**	
১০.	সামাজিক উন্নয়ন খাতের আওতায় ৮টি বিষয়ের উপর সদস্যদের প্রশিক্ষণ	৫৫	১৩৭৫ জন	
	মোট	**৬৭ ব্যাচ**	**১৫৮৬ জন**	

স্কীল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)

সময়কাল ঃ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।

দাতা সংস্থা ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

লক্ষ্য ঃ কর্মক্ষম যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

কর্ম এলাকা ঃ বাংলাদেশের যে কোন জেলার নাগরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে।

উপকারভোগীর সংখ্যা ঃ ১৫৫১ জন।

বাজেট ঃ ৬,৯৬,৪৩,৪০০/-

বাজেট নিম্নরূপ ঃ

ক্র. নং	চুক্তির ধাপ অনুযায়ী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	বাজেট/টাকা
১.	ধাপ-১, ১ম চুক্তি	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কস	১৭৫ জন	৮৭,৭৫,০০০
২.	ধাপ-১,২য় চুক্তি	ইলেকট্রিক্যাল ইনষ্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স	২২৫ জন	১,০৩,০২,১০০
৩.	ধাপ-১, ৩য় চুক্তি	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	৫০ জন	২,২০০,০০০
৪.	অতিরিক্ত ধাপ-১	আইটি সাপোর্ট সার্ভিস	১০০ জন	৪,৬১৭,১০০
৫.	ধাপ-২, ১ম চুক্তি	গ্রাফিক্স এন্ড ওয়েভ ডিজাইন	২৫০ জন	১০,৬২৯,০০০
৬.	ধাপ-২, ২য় চুক্তি	অটো মেকানিক্স	২৫০ জন	১১,৫৫৫,২৫০
৭.	ধাপ-৩, ১ম চুক্তি	কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স	২৫০ জন	৯৮,৭০,০০০
৮.	ধাপ-৩, ২য় চুক্তি	ফ্যাশন গার্মেন্টস	৩০০ জন	১,১৬,৯৪,৯৫০
মোট			১৬০০ জন	৬,৯৬,৪৩,৪০০

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের জন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ১৫-৪৫ বছর বয়স সীমার মধ্যে অবস্থান করছেন এবং এই বিপুল জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশই প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়াই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। ফলে তাদের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা অর্জিত হচ্ছেনা। যার ফলশ্রুতিতে পরিবার ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারছেনা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ত্বরান্বিত করণে বৈদেশিক রেমিটেন্সের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে কর্মরত সিংহভাগ বাংলাদেশিই অদক্ষ অথবা দক্ষ যারা নিম্নকর্ম পরিবেশে নিম্নমুজুরীর কর্মে নিয়োজিত। বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক রেমিটেন্সের উচ্চ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ সম্ভব।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানদের মধ্যে হতে প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্তদের চাহিদা মাফিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), সুইস এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (SDC) এর অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এর কারিগরী সহায়তায় নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) ও নড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট(এনপিআই) যৌথভাবে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

উদ্দেশ্য ঃ

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে জনসম্পদ তৈরী করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে আয় ও উৎপাদনশীল মুজুরীভিত্তিক কর্ম সংস্থান এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরে কমপক্ষে ৭০-৮০% প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার ও ব্যক্তির মানব মর্যদা প্রতিষ্ঠা করা যাতে তারা টেকসইভাবে নিজ নিজ জীবনমান উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়।

কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

১. ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
২. অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান
৩. প্রতিটি ট্রেডের জন্য ২ জন প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ করানো হয়।
৪. প্রশিক্ষণার্থীদের জব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মান যাচাই করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
৫. প্রতিটি ব্যাচে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ করানো হয়।
৬. প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর আবাসন বাধ্যতামূলক।
৭. ৮০% প্রাকটিক্যাল ও ২০% থিউরিক্যাল ক্লাস করানো হয়।
৮. প্রশিক্ষণে সাধারণ জ্ঞান, ইংরেজি,উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়।
৯. প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ট্রেড ভিত্তিক কর্ম পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
১০. প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বিনোদন, খেলাধুলা ও পিকনিকের ব্যবস্থা থাকে।
১১. কোর্স শেষে একজন এ্যাসোসর কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করানো হয়।
১২. প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদ পত্র দেওয়া হয়।
১৩. আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য মূলধন প্রদান করে সহায়তা ও কারিগরি ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান।
১৪. প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের জন্য পরামর্শ প্রদান ও সহায়তা করা

এ যাবৎকাল পর্যন্ত প্রকল্পের অর্জন ঃ (২০১৬ থেকে ২০২৪) পর্যন্ত।

ক্র. নং	ট্রেড/কোর্সের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা	কোর্স সমাপ্তকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কর্মসংস্থান	মুজুরীভিত্তিক চাকুরী	স্ব-কর্ম সংস্থান
১.	ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স	১৮ টি	৪৫০ জন	৪৫০ জন	৩০৪ জন	১৭৭ জন	১২৭ জন
২.	মোবাইল ফোনসার্ভিসিং	২০ টি	৫০০ জন	৫০০ জন	৩৫৭ জন	২৪৮ জন	১০৯ জন
৩.	আইটিসাপোর্ট সার্ভিস	০৭ টি	১৭৬ জন	১৭৬ জন	১১৪ জন	৮৯ জন	২৫ জন
৪.	গ্রাফিক্স এন্ড ওয়েভডিজাইন	০২ টি	৫০ জন	৫০ জন	৩৬ জন	১৬ জন	২০ জন
৫.	ফ্যাশনগার্মেন্টস	০৫ টি	১২৫ জন	১২৫ জন	১০৪ জন	০৬ জন	৯৮ জন
৬.	কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স	০৪ টি	১০০ জন	১০০ জন	৬৫ জন	৪৭ জন	১৮ জন
৭.	অটো মেকানিক্স	০৬ টি	১৫০ জন	১৫০ জন	৭৫ জন	৫৭ জন	১৮ জন
মোট		৬২ টি	১৫৫১ জন	১৫৫১ জন	১১৩১ জন	৬৮৭ জন	৪৪৪ জন

নুসার প্রশিক্ষণ সেল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশ গমনকারীদের তালিকাঃ-

ক্র. নং	দেশের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
১.	ইতালি	২০ জন	
২.	মালএশিয়া	১২ জন	
৩.	সৌদি আরব	০৯ জন	
৪.	দুবাই	০৪ জন	
৫.	বাহারাইন	০২ জন	
৬.	সিঙ্গাপুর	০৩ জন	
৭.	গ্রীস	০২ জন	
৮.	ওমান	০২ জন	
৯.	রোমানিয়া	০৩ জন	
১০.	লিবিয়া	০৩ জন	
মোট		৬০ জন	

ফলাফল ঃ

এই প্রকল্পের মাধমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী হয়েছে ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে দেশে বেকারত্বের হার কমে যাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এব ংবাংলাদেশের উন্নয়নের গতিকে আরো ত্বরান্বিত করছে বিশেষ করে নুসা'র কর্ম এলাকার উপকার ভোগীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। ছোট বড় চাকুরিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সুনামধন্য কোম্পানি যেমন: রহিম আফরোজ, প্রাণফুড বেভারেজ, ওয়ালটন, ডাচ-বাংলা প্যাক, এনার্জি প্যাক কোম্পানিতে চাকুরি সংস্থাপন এ প্রকল্পকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে এছাড়াও অনেকে বিদেশে গিয়ে চাকুরি করে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে ফলে দেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে।

সফল কেস স্ট্যাডি

প্রশিক্ষণার্থীর নাম	ঃ	রিতু আক্তার।
কোর্স/ট্রেডের নাম	ঃ	ফ্যাশন গার্মেন্টস।
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	ঃ	নুসা মাল্টিডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স।
প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল	ঃ	৩ (তিন) মাস।
অর্গানাইজেশন/এসোসিয়েশন	ঃ	নুসা।
মাসিক আয়	ঃ	১৫,০০০/-

স্বল্প বর্ণনামূলক তথ্য

প্রশিক্ষণ গ্রহনের পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান

শরিয়তপুর জেলার ডামুড্যা উপজেলার আদাশন গ্রামের দিনমজুর আজহার সরদারের মেয়ে রিতু আক্তার তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে রিতুর অবস্থান চার নাম্বার, ১৮ বছর বয়সে ডামুড্যা উপজেলাতেই বিয়ে হয় রিতুর কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি বেশি দিন। বিয়ের মাত্র সাড়ে তিন বছর ঘর সংসার করার পরে স্বামির অত্যাচারে সংসার ছাড়তে হয় রিতুর ইতেমধ্যে তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। এমতাবস্থায় বাবার বাড়ীতে অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করতে হয় রিতুকে। কখনো খেয়ে না খেয়ে দিনকাটে তাদের। কোন উপায় খুজে পায় না রিতু। মাঝে মধ্যে চিন্তায় বিভোর থাকতো মনে হতো যেন অসংখ্য লাল নীল বল ড্রপ খাচ্ছে তার চোখের সামনে হঠাৎ একদিন নুসা'র মডেরহাট শাখার মাঠ কর্মীর মাধ্যমে সে জানতে পারে মেয়েদের জন্য নুসা'তে ঝউওচ প্রকল্পের আওতায় ৩ মাস মেয়াদি দক্ষতামূলক "ফ্যাশন গার্মেন্টস" প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে আন্তর্জাতিক মানের সনদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও যারা চাকুরী করতে ইচ্ছুক তাদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রদানে সহায়তা প্রদান করা হয়। যারা স্ব কর্ম সংস্থানে ইচ্ছুক তাদেরকে নুসা হতে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়। এ কথা শুনে রিতু তার ভাইকে সাথে নিয়ে নুসা মাল্টিডাইমেনশনাল ট্রেনিং সেন্টার নড়িয়াতে আসে এবং বিস্তারিত খোজ খরব নেওয়ার পরে ৩০.১২.২০২১ ইং তারিখে "ফ্যাশন গার্মেন্টস" কোর্সে ভর্তি হয়। সে আন্তরিকতার সাথে তিন মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে সে প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক মানের বিভিন্ন পোশাক তৈরী করা শুরু করে এতে করে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে এখানকার মনোরম পরিবেশ ষ্টাফ ও ট্রেইনারদের আন্তরিকতা সবকিছু রিতুকে মুগ্ধ করে। যার কারণে সে টেনশনমুক্ত সময় পার করে ও সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষ করে।

প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর প্রশিক্ষণার্থীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান (জাতীয়/রাষ্ট্রিয় ভাবে কোন অর্জন থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে

প্রশিক্ষণ শেষে রিতু বাবার বাড়ীতে ফিরে যায় এবং রিতু তার বাবার মাধ্যমে নুসা মঠেরহাট শাখা থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ নেয় উক্ত টাকা দিয়ে সেলাইমেশিন ও ঢাকা ইসলামপুর মার্কেট থেকে তার বাবাকে সাথে করে কাপড় ক্রয় করে এবং নিয়মিত কাজের অর্ডার পেতে থাকে উল্লেখ্য রিতু এখন শুধু পোশাক তৈরী করেনা সাথে মেয়েদের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পোশাক কিনে এনে বিক্রি করে এতে করে দিন দিন তার পরিচিতি বাড়তে থাকে এবং কাস্টমারের সংখ্যাও বাড়তে থাকে এখন তার মাসে বার থেকে পনের হাজার টাকা আয় হয় উক্ত আয় থেকে সপ্তায় সপ্তায় নিয়মিতভাবে কিস্তি পরিশোধ করে অবশিষ্ট টাকা দিয়ে তার মেয়ের ভরণপোষন ও ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। ভবিষ্যত স্বপ্ন ও পরিকল্পনা তার মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা ও মডেরহাট বাজারে দোকান নিয়ে মিনি গার্মেন্টস আকারে ব্যবসা করা এবং নিজেকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা।

প্রশিক্ষণার্থীর নাম	ঃ	সবুজ বাড়াইক।
কোর্স/ট্রেডের নাম	ঃ	অটো মেকানিক্স।
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	ঃ	নুসা মাল্টিডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স।
প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল	ঃ	৩ (তিন) মাস।
অর্গানাইজেশন/এসোসিয়েশন	ঃ	নুসা।
মাসিক আয়	ঃ	১২,০০০/-

স্বল্প বর্ণনামূলক তথ্য

প্রশিক্ষণ গ্রহনের পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার শমশেরনগর গ্রামের চা শ্রমিক পিতা কান্ত বাড়াইকের ছেলে সবুজ বাড়াইক দুই বোন দুই ভাইয়ের মধ্যে সবুজ বাড়াইক দ্বিতীয়। সে একজন অভাবী পরিবারের সন্তান, তার বাবা একজন চা শ্রমিক মা গৃহিনি ,মৌলভীবাজার চা বাগানে দিনমজুর হিসাবে কাজ করে তার বাবা যা আয় করেন তাতে কোন রকমে তাদের সংসার চলে। অভাব-অনটনের সংসারে তার বাবা, তাদের চার ভাই-বোনকে লালন পালন করাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান। একদিকে তার বোনেরা ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করছে সেই চিন্তায় তার রাতে ঘুম আসেনা কি ভাবে তার বোনদের বিয়ে দিবে কি ভাবে তার অভাবি সংসারের পাশে দাড়াবে কি ভাবে বাবা মায়ের কষ্টের ক্লান্তি দূর করবে। আর্থিক সমস্যার জন্য এসএসসি পাশের বেশি পড়া-লেখা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে ধীরে ধীরে সে এক বেকার যুবকে এ পরিণত হয়। এতে সে হতাসার সাগরে ডুবে যায় ও তার চারদিক অন্ধকারে ঢেকে যায। নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঐ অঞ্চলে প্রশিক্ষণার্থী সংগ্রহের জন্য একটি কর্মশালা করে সেখান থেকে সবুজ বাড়াইক জানতে পারে ছেলেদের জন্য SEIP প্রকল্পের আওতায় ৩ মাস মেয়াদি দক্ষতামূলক “অটো মেকানিক্স” প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও যারা চাকুরী করতে ইচ্ছুক তাদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রদানে সহায়তা প্রদান করা হয়। আর যারা স্ব-কর্ম সংস্থানে ইচ্ছুক তাদেরকে নুসা হতে প্রদান করা হয়। এ কথা শুনে সবুজ বারাইক ভর্তির জন্য সে নুসা মাল্টিডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স (নুসা) তে আবেদন করে এবং“ অটো মেকানিক্স ” ট্রেডে ভর্তির সুযোগ পায়। কোর্সে ভর্তির পরে সে কিছুটা মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে ও সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ শেষ করে ।

প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর প্রশিক্ষণার্থীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান (জাতীয়/রাষ্ট্রিয় ভাবে কোন অর্জন থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে

অটো মেকানিক্স কোর্সের প্রশিক্ষণ শেষে নুসা’র জবপ্লেসমেন্ট কর্মকর্তার মাধ্যমে সে জানতে পারে তারই পাশের এলাকা সিলেটের হবিগঞ্জের ওলিপুরে আরএফএল ফ্যক্টরিতে কিছু সংখ্যাক ‘জুনিয়র মেশিন অপারেটর’ পদে লোক নেওয়া হবে নুসা’র জবপ্লেসমেন্ট কর্মকর্তার সহযোগিতায় সবুজ বাড়েইক সেখানে দরখাস্ত করে এবং চাকুরীর ইন্টারভিউ দেয় পরবর্তীতে তার ঐ ফ্যাক্টরীতে চাকুরী হয়ে যায়। শুরুতে তার বেতন নির্ধারণ করা হয়েছিলে ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা আন্তরিকতার সাথে সে তার ডিউটি পালন করতে থাকে এবং আস্তে আস্তে তার কাজের মান বৃদ্ধি পেতে থাকে ফলে সেখানকার কর্মকর্তাদের নজরে আসে এখন সে ‘সিনিয়র মেশিন অপারেটর’ হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ওভারটাইম সহ প্রতি মাসে ১২০০০/- (বার হাজার) টাকা বেতন পাচ্ছে। তার বেতনের টাকা দিয়ে এখন তার বাব মা ভাইবোন সুখে শান্তিতে আছে এবং সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরে আসছে।

সবুজ বাড়াইক বাংলাদেশের সরকারের এমন উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছে সেই সাথে পিকেএসএফ ও নুসা কর্তৃপক্ষকের কাছে ও তার পরিবার কৃতজ্ঞ।

মোবারক এখন সফল ব্যবসায়ী

গ্রাম্য বাজার গ্রীষ্মের দুপুর প্রচন্ড তাপদাহ। বাজারের মাঝমাঝি একটি দোকান। অন্যান্য দোকানে লোকজনের ভীড় না থাকলেও এ দোকানে কয়েক জন লোক দেখা গেল। সেদিকে এগিয়ে দেখা গেল মোক্তার ইলেকট্রিক্যাল নামে একটি দোকান। সেখানে পানজাবী গায়ে খরিদ্দারদের সাথে কথা বলছে ও তাদের চাহিদা মোতাবেক ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী বিক্রয় করছে বিশ বছরের এক তরুণ। আলাপ করে জানা গেল তার নাম মোবারক। দুই বছর আগেও তাদেও দোকানের এ রকম অবস্থা ছিল না।

বছর চারেক আগে ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা শুরু করেন মেবারকের বড় ভাই মোক্তার হোসেন। সে দোকেনে মোবারককে কাজে লাগায় তার ভাই। কাজ না জানা মোবারক কোন রকমে তার ভাই মোক্তারকে সহায়তা করতে থাকে। ব্যবসায় তেমন সফলতা আসতে ছিল না। একদিন তার বড় ভাই নুসার তারাবুনিয়া শাখার মাঠকর্মী মাসুদ রানার মাধ্যমে জানতে পারেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহযোগিতায়, নুসা মাল্টি ডাইমেনশলাল প্রশিক্ষণ সেন্টারের মাধ্যমে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় বেকার যুর ও যুব মহিলাদের বিনা খরচে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সে নুসা তারাবুনিয়া শাখায় যোগাযোগ করে। সেখান থেকে বিস্তারিত জেনে বেকার জীবনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে মোবারক হোসেন ছয় মাস মেয়াদি ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। নুসা মাল্টি ডাইমেনশলাল প্রশিক্ষণ সেন্টার এর ছয় মাস মেয়াদি ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ক প্রশিক্ষণ এর প্রথম ব্যাচে ভর্তি হয়ে কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত করে। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনায় সে তাদের ব্যবসার দুর্বলদিকসমূহ চিহ্নিত করে সঠিক ভাবে ব্যবসা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ হতে মোবারক ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং, ফ্যান-মটর মোরামত, সোলার সিস্টেমস ইনস্টল ও মেরামত ইত্যাদি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। প্রশিক্ষণ শেষে বাড়ী ফিরে গিয়ে নুসা থেকে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করে পুবোদমে ব্যবসা শুরু করে।

ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি ও সোলারের পাশাপাশি সে কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম ও এডোবি ফটোশপের কাজ শিখেছে। সে তার দোকানে একটি ল্যাপটপ ও ব্রদার্স ব্রান্ডের প্রিন্টার (ফটোকপি,স্ক্যান ও প্রিন্ট) ও একটি ডিজিটাল ক্যামেরা তার ব্যবসায় সংযোগ করেছে। তারা দুই ভাইছাড়াও অতিরিক্ত একজন লোক নিয়োগ করেছে। সে তাদের ব্যবসায় সহযোগিতার পাশাপাশি ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ও সোলার সিস্টেমস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। এখন তার ব্যবসা থেকে মাসে ১৫,০০০-২০,০০০ টাকা নিয়মিত ভাবে আয় হয়ে থাকে। এই দোকানের আয় দিয়েই তাদের পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করা হয়। ইতিমধ্যে মেবারক ১,৩৭,০০০/−(এক লক্ষ সাইত্রিশ হাজার) টাকা খরচ করে তাদের বাড়ীর ঘর মেরামত করেছে। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে তাদের ব্যবসা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে তার দোকানে ৫০,০০০/- টাকার মালামাল ছিল। এখন তার দোকানে প্রায় ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার মালামাল রয়েছে। মোবারকের ইচ্ছা সে তার ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিত করবে। সে সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে আগামী দশ বছর পরে সে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচন করে সমাজ সেবার কাজে অংশ নেবে। সে বিশ্বাস করে নুসার দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণই তাদের ঝিমিয়ে পড়া ব্যবসাটার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। এই জন্য মোবারক নুসা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায়।

ঋণ কার্যক্রম

সময়কাল ঃ ১৯৯৪ সন থেকে চলমান রয়েছে।

সহযোগী সংস্থা ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন(বিএনএফ), মার্কেন্টাইল ব্যাংক, সাউথ-ইস্ট ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক।

লক্ষ্য ঃ অর্থায়নের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য ঃ সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুজি সৃষ্টি করা ও আয়-বর্ধক কাজে ঋণ সহায়তা করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা তৈরী করা।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মূলত কৃষি, উৎপাদন, ব্যবসা ও সেবা এই ৪ টি সেক্টরকে আর্থিক ভাবে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে।

নিম্নে ঋণ কর্মসূচীর তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ-

১. ৩ বছরের গ্রুপ সদস্য অবস্থানের চিত্রভিত্তিক (বার চার্ট) উপস্থাপন

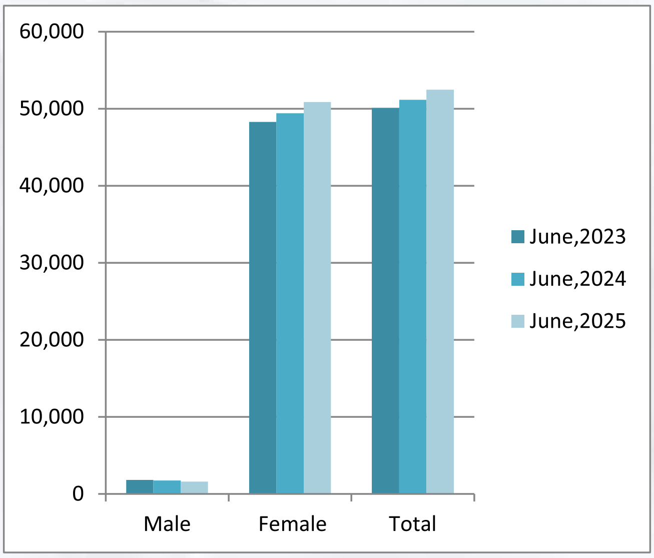

২. কর্মক্ষেত্র (৩০.০৬.২০২৫)

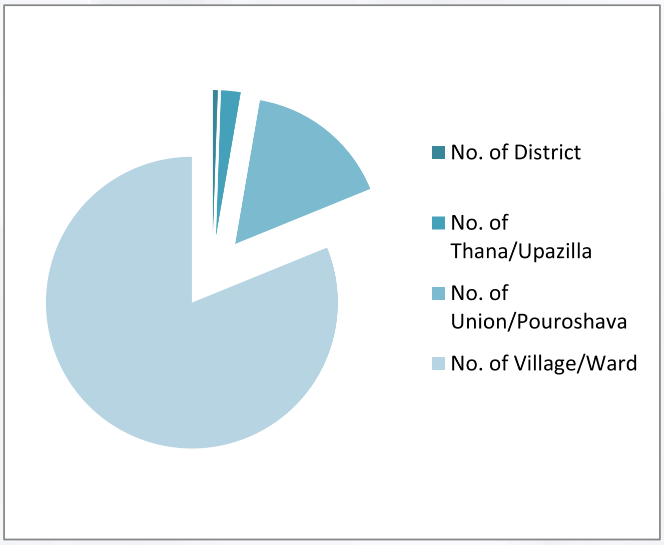

৩. সঞ্চয় তথ্য (৩০.০৬.২০২৫)

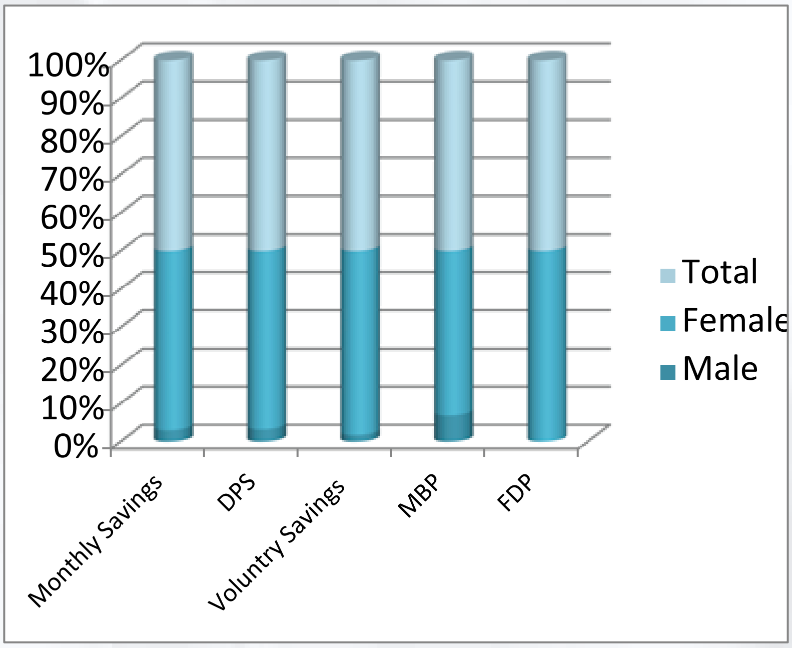

৪. কর্মী কাঠামো (৩০.০৬.২০২৫)

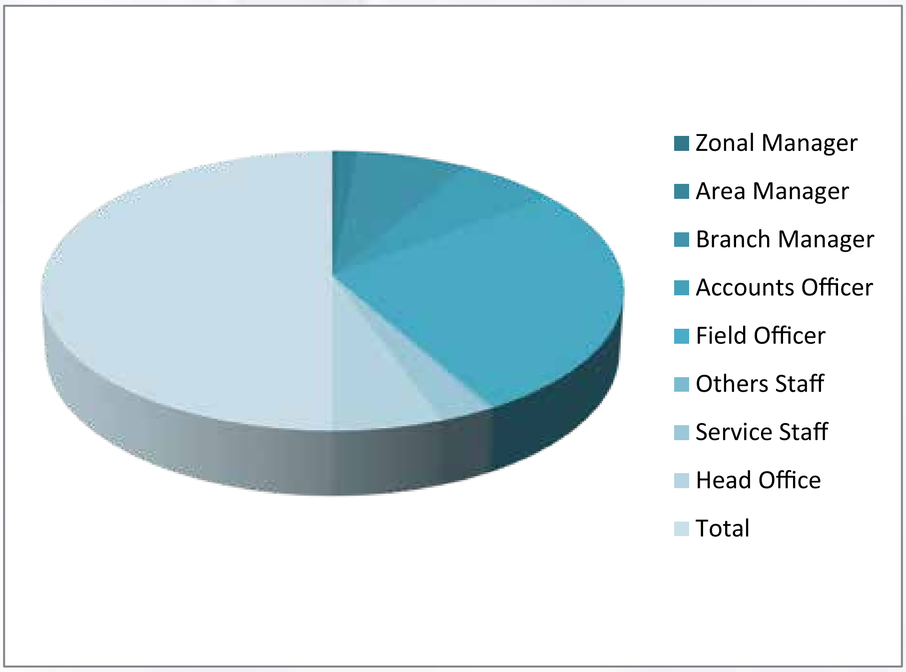

৫. নুসা মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির ৩ বছরের আয় বিবরণের চিত্রভিত্তিক (বার চার্ট) উপস্থাপন

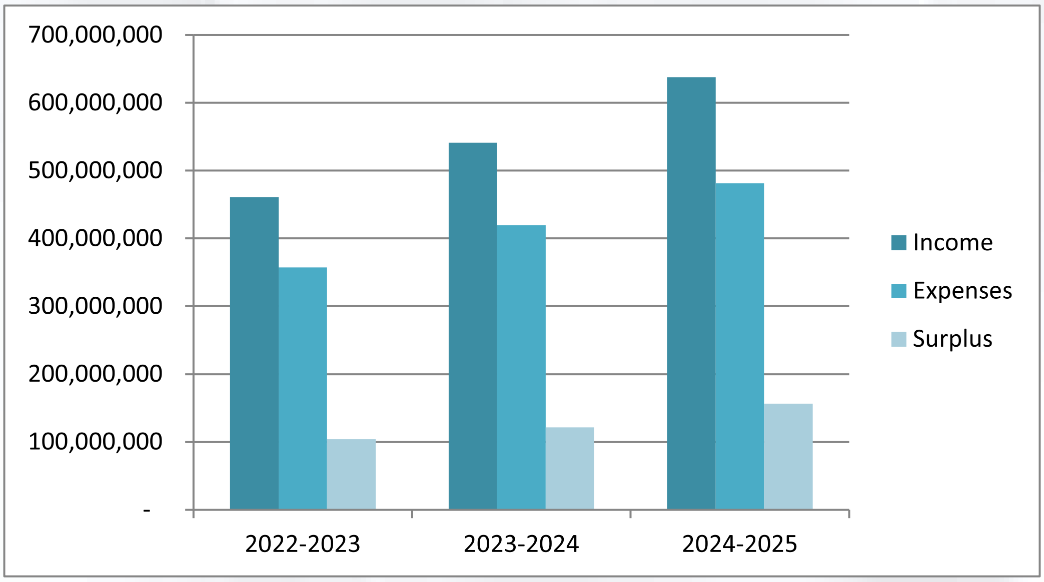

৬. ৩ বছরের সদস্য ঋণ পোর্টফোলিও/বকেয়া টাকার চিত্রভিত্তিক (বার চার্ট) উপস্থাপন

৭. ৩ বছরের সদস্য ঋণ বিতরণের চিত্রভিত্তিক (বার চার্ট) উপস্থাপন

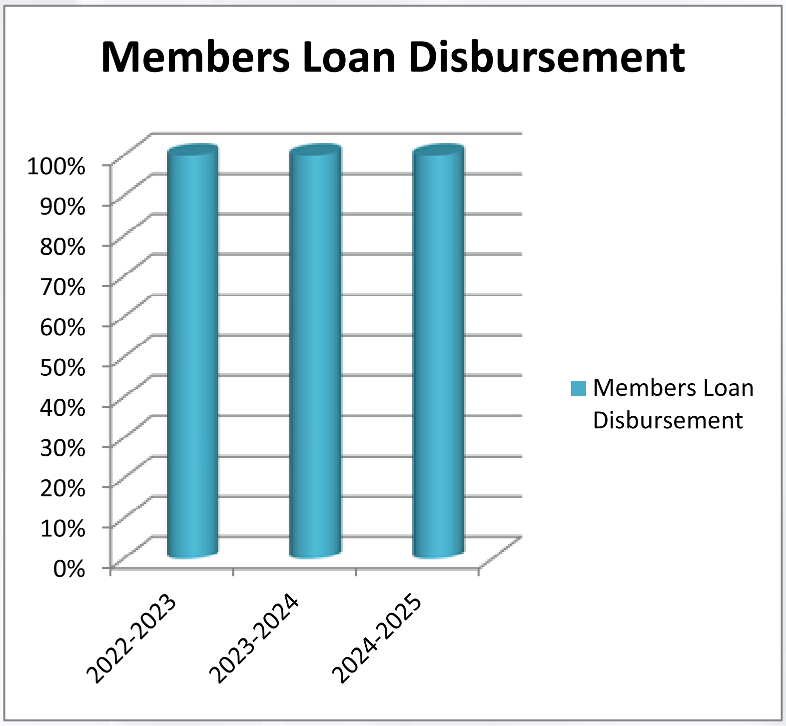

৮. ৩ বছরের মূলধনের ফেরতের হার (ROC)-এর গ্রাফিক্যাল (বার চার্ট) উপস্থাপনা

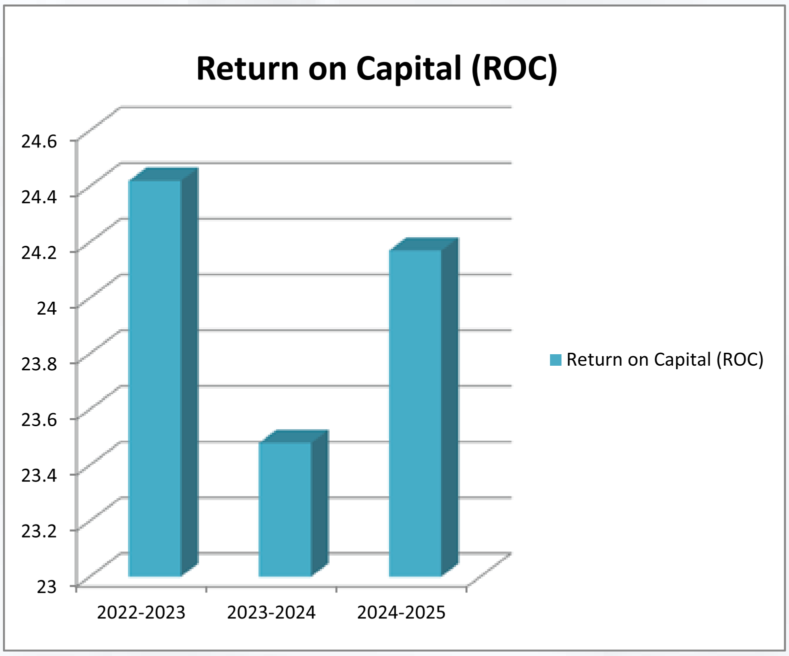

৯. ৩০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী তহবিল সংরক্ষণ গ্রাফিক্যাল (বার চার্ট) উপস্থাপনা

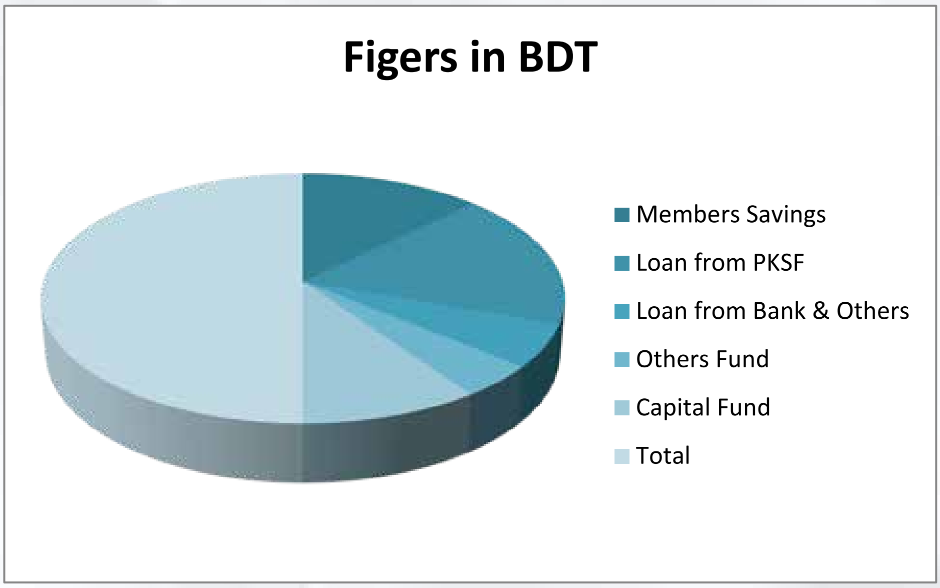

১০. পোর্টফোলিও ঝুঁকি (PAR)

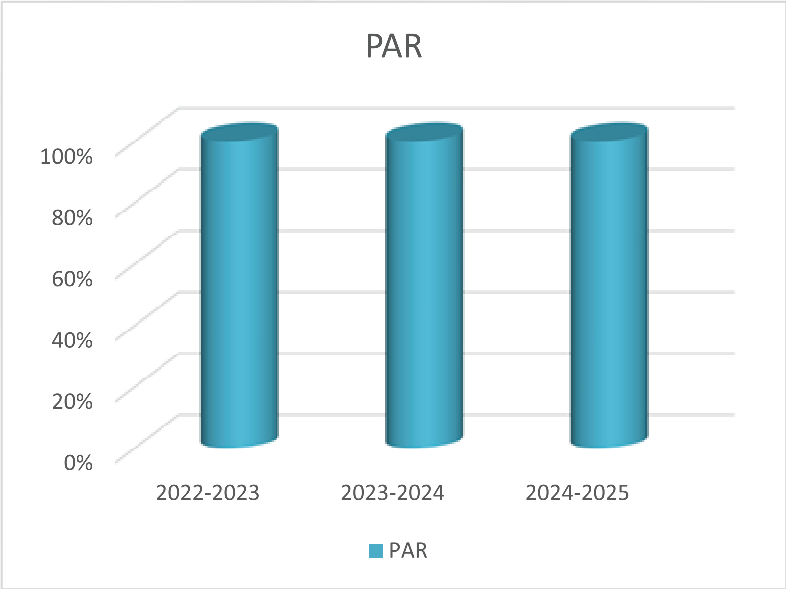

১১. সঞ্চিত আদায়ের হার (CRR) উপস্থাপন

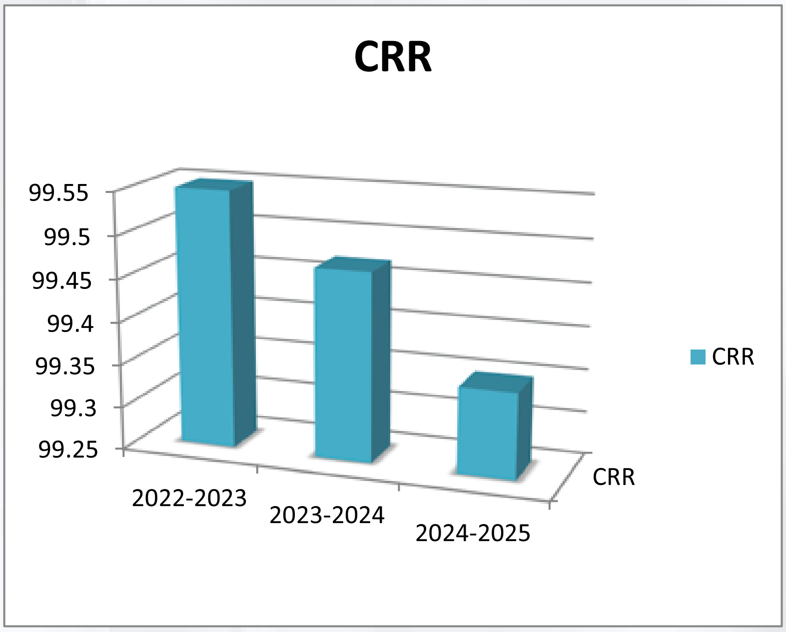

১২. সময়মতো আদায়ের হার (OTR)

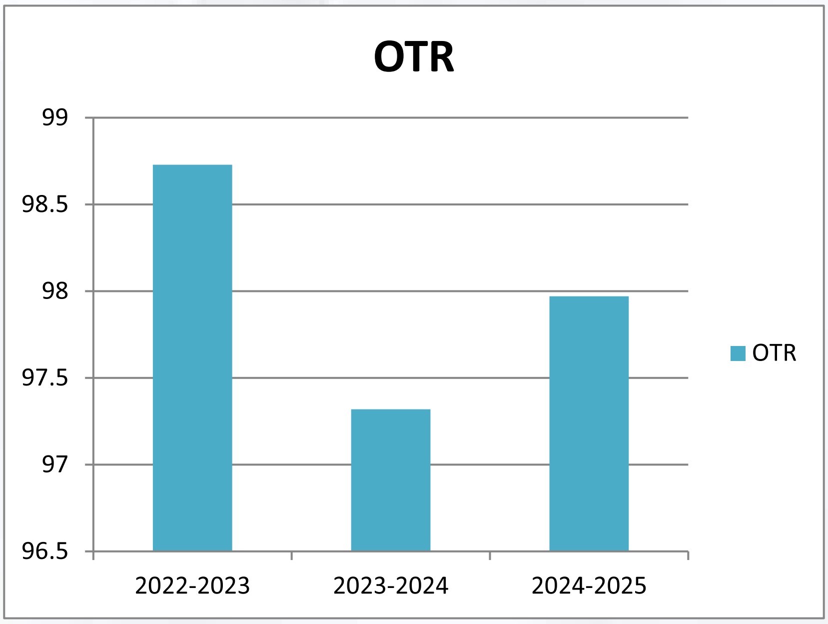

সফল স্টোরি ১- এবাদুল তালুকদার ঃ একজন সফল বুটিক উদ্যোক্তার উত্থানের গল্প

এবাদুল তালুকদার একজন উদ্যমী ও পরিশ্রমী উদ্যোক্তা, যিনি বাংলাদেশের হস্তশিল্প খাতে নিজের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান গড়ে তুলেছেন। তিনি মাদারীপুর জেলার খোয়াজপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং একজন প্রতিষ্ঠিত বুটিক ব্যবসায়ী হিসেবে সুপরিচিত। স্বপ্ন, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি একটি লাভজনক ও টেকসই প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন, যা এখন বহু মানুষের কর্মসংস্থানের মাধ্যম।

তিনি ১০ জুলাই ২০২৩ সালে নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)-এর মঠের বাজার শাখায় সদস্য হিসেবে যুক্ত হন। ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি এ পর্যন্ত নুসা থেকে তিন দফায় ঋণ গ্রহণ করেছেন। প্রথম দফায় তিনি ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ নেন ১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে। সর্বশেষ তিনি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে, যা SPTL-MFCE কম্পোনেন্টের আওতায় প্রদান করা হয়। এই অর্থ সহায়তা তাকে তার কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন, দক্ষ কর্মী নিয়োগ এবং উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

বর্তমানে তার কারখানায় মোট ২৬ জন কর্মী কর্মরত আছেন। এর মধ্যে ১০ জন মাসিক বেতনভুক্ত স্থায়ী কর্মী এবং বাকিরা অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করছেন। পরিবারের দুই সদস্যও প্রতিদিনের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সময় দিচ্ছেন। বর্তমানে তার মাসিক গড় নিট আয় প্রায় ৪.৫ লক্ষ টাকা, যা তার উদ্যোক্তা সাফল্যের একটি শক্তিশালী প্রমাণ।উৎপাদনের জন্য তিনি ঢাকার গাউসিয়া মার্কেট থেকে উচ্চমানের রপ্তানিযোগ্য কাপড় সংগ্রহ করেন। এরপর নিজস্ব ডিজাইন ও উন্নত এমব্রয়ডারির মাধ্যমে সেসব কাপড় দিয়ে তৈরি করেন বেড সীট, কুশন কাভার, পর্দা, টেবিল ক্লথ, নকশিকাঁথা, ডাইনিং টেবিল রানার এবং সোফা কাভারের মতো নানা ধরনের গৃহসজ্জার পণ্য। তার কারখানায় ব্যবহৃত আধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনের কারণে উৎপাদনের মান ও গতি–উভয়ই প্রশংসনীয়।তার উৎপাদিত সকল পণ্যের অন্যতম এবং একমাত্র বৃহৎ ক্রেতা হচ্ছে দেশের শীর্ষস্থানীয় হস্তশিল্প বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ং। আড়ং-এর মাধ্যমে তার তৈরি পণ্যসমূহ দেশব্যাপী গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, যা তার ব্যবসার বিশ্বাসযোগ্যতা ও বাজার সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এবাদুল তালুকদারের সফলতার মূল চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়–সময়োপযোগী ঋণ গ্রহণ ও তার দক্ষ ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তির সংযুক্তি, দক্ষ ও নিবেদিত কর্মীবাহিনী, গুণগতমানসম্পন্ন উৎপাদন এবং একটি নির্ভরযোগ্য বিপণন চ্যানেল হিসেবে আড়ং-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব।

এবাদুল তালুকদারের এই যাত্রা প্রমাণ করে যে সঠিক দিকনির্দেশনা, আর্থিক সহায়তা এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাও বড় পরিসরে সফলতা অর্জন করতে পারেন। তার সাফল্যের গল্প দেশের অন্যান্য উদ্যোক্তাদের জন্য এক অনন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

সফল স্টোরি ২- নাজমা বেগম ঃ একজন সফল নারী উদ্যোক্তার যাত্রা

নাজমা বেগম শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার শিরংগল গ্রামের একজন উদ্যোগী নারী। তিনি “নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)’র ভোজেশ্বর শাখার "একতা" নামক সমিতির সদস্য। তার স্বামীর নাম মোঃ বাবুল খান এবং পরিবারে মোট ৪ জন সদস্য রয়েছে। একজন নারী হিসেবে তার ব্যবসায়িক উদ্যোগ, আত্মনির্ভরশীলতা এবং নেতৃত্বগুণ এলাকার অন্যান্য নারীদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নাজমা বেগম ৩ মে ২০১৭ তারিখে সমিতির সদস্য হন এবং ২৩ মে ২০১৭ তারিখে প্রথম দফায় ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সেই অর্থ দিয়ে তিনি একটি ছোট পরিসরের ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে পুরাতন অটোরিকশা মেরামত ও ছিটকাভার তৈরি করা হতো। সময়ের সাথে, ব্যবসার প্রসার ও ধারাবাহিক ঋণ সহায়তার মাধ্যমে তিনি তার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেন। সর্বশেষ ৮ম দফায় ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে তিনি নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) থেকে ১০,০০,০০০ টাকার ঋণ পান, যা তার ব্যবসায়িক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বর্তমানে তার ওয়ার্কশপে ৮ জন দক্ষ শ্রমিক কাজ করছেন। সেখানে অটোর বডি নির্মাণ, ছিটকাভার তৈরি এবং পুরাতন অটোরিকশা মেরামত করে নতুন রূপ দেওয়া হয়। কারখানাটির গড় মাসিক বিক্রয় আয় প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা, যার মধ্য থেকে গড়ে ১০% বা প্রায় ৩.৫ লক্ষ টাকা নিট মুনাফা থাকে। এটি একাধিক পরিবারে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

নাজমা বেগমের ভবিষ্যত পরিকল্পনা অত্যন্ত সাহসী এবং সময়োপযোগী। তিনি ওয়ার্কশপটির পরিধি আরও সম্প্রসারিত করতে চান এবং পাশাপাশি ২টি শোরুম স্থাপন করতে চান, যেখানে তৈরি ও পুনর্নির্মিত অটোরিকশা প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হবে। এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৩০ জন সার্বক্ষণিক শ্রমিক নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে, যা স্থানীয়ভাবে একটি বড় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করবে।

নাজমা বেগমের উদ্যোক্তা জীবন বাংলাদেশের নারীদের জন্য একটি বাস্তব অনুপ্রেরণার উৎস। তার গল্প প্রমাণ করে যে, সঠিক পরিকল্পনা, সময়মতো আর্থিক সহায়তা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে একজন নারীও সফল শিল্পোদ্যোক্তা হতে পারেন। সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও নারীর আত্মবিশ্বাস একত্রে কীভাবে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে, তা নাজমা বেগমের ওয়ার্কশপই প্রমাণ করে। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে তা কেবল তার পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন নয়, বরং পুরো অঞ্চলের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে।

সফল স্টোরি ৩- বিদেশ ফেরত যুবক রাসেলের উদ্যোক্তা হওয়ার গল্প

মোঃ রাসেল, একজন স্বপ্নবান প্রবাসী যুবক, মালয়েশিয়ায় কর্মজীবন শেষ করে দেশে ফিরে নিজ এলাকা তথা বাংলাদেশের কৃষি খাতে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিদেশ থেকে ফেরার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন নিজের মাটিতে নিজস্ব উদ্যোগে কিছু করবেন। তার এই সাহসী সিদ্ধান্ত ও পরিশ্রমই আজ তাকে একজন সফল খামার উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রথমে একটি দেশি গাভী দিয়ে রাসেল তার খামার যাত্রা শুরু করেন। ধীরে ধীরে খামার সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে সেখানে পাঁচটি উন্নত জাতের গাভী রয়েছে। গাভীগুলোর প্রতিদিন গড় দুধ উৎপাদন ৫০ থেকে ৫৫ লিটার, যা তিনি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকেন।

খামার পরিচালনার পাশাপাশি রাসেল তার জমিতে সবজি চাষ করেন। বেগুন, করলা, পটল ও মরিচ–এই চারটি ফসল প্রধানত তিনি উৎপাদন করেন। সবজি উৎপাদনে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে তিনি জৈব সার ব্যবহার করেন, যা তার কৃষি কার্যক্রমকে পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই করেছে। গরুর খামার থেকে মাসিক আয়: ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা,সবজি চাষ থেকে বাৎসরিক আয়: ৩,০০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ টাকাখামারে বর্তমানে গরুর সম্পদের মূল্য: প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা

রাসেল নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)- থেকে ঋণ নিয়ে খামারের মূলধন জোগাড় করেছেন। এই ঋণ তার উদ্যোক্তা যাত্রায় একটি মাইলফলক হয়ে দাড়িয়েছে।তিনি ১৬ নভেম্বর ২০২২ সালে প্রথম দফায় ২ লক্ষ টাকা ঋন নিয়ে তার ফার্ম উন্নত জাতের গাভী যোগ করেন যা এখন ৩য় দফায় ৫ লক্ষ টাকা চলছে।

তার সাফল্য দেখে আশপাশের অনেক বেকার যুবক খামার ব্যবসার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অনেকেই রাসেলের পরামর্শ ও অনুপ্রেরণায় খামার শুরু করে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছেন।

রাসেলের লক্ষ্য হলো তার খামারকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা। তিনি চান তার উদ্যোগ বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়ু-ক এবং স্থানীয় বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হোক।

মোঃ রাসেলের খামার উদ্যোগ একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তার সাফল্য প্রমাণ করে, সঠিক পরিকল্পনা, পরিশ্রম এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে প্রবাস ফেরত যুবকরাও দেশের মাটিতে আত্মনির্ভর হতে পারে। তিনি শুধু নিজের জীবন বদলাননি, বদলে দিয়েছেন তার চারপাশের অর্থনীতির চিত্রও।

সফল স্টোরি ৪- শিউলি বেগমের উদ্যোক্তা জীবন ও চানাচুর কারখানা

শিউলি বেগম, শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার ভোজেশ্বর ইউনিয়নের দুলুখন্ড গ্রামের একজন সাহসী নারী উদ্যোক্তা। তিনি "নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) এর ভোজেশ্বর শাখার "মধুমতি" সমিতির সদস্য। তার স্বামীর নাম মোঃ আরিফ হোসেন মৃধা। পরিবারে মোট পাঁচজন সদস্য রয়েছে। শিউলি বেগম ০৯ জুলাই ২০১৮ সালে সমিতির সদস্য হিসেবে যুক্ত হন এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রথম দফায় ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তার উদ্যোক্তা যাত্রা শুরু করেন।

প্রথমে ছোট পরিসরে চানাচুর উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যবসার সূচনা হয়। সময়ের সাথে সাথে তার উদ্যোগে গতি আসে এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মোট সাতটি দফায় ঋণ নিয়ে ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ সালে সর্বশেষে ১০,০০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়, যা তার কারখানার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বর্তমানে তার কারখানায় ২৫ জন শ্রমিক সার্বক্ষণিক কাজ করছেন। তারা চানাচুর, চিপস, বাদাম ভাজা, মটর ভাজা ও ডাল ভাজাসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করে থাকেন। এসব পণ্য স্থানীয় বাজার ছাড়াও পার্শ্ববর্তী উপজেলায় সরবরাহ করা হয়।

শিউলি বেগমের কারখানাটি গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বিক্রি করে, যার থেকে গড় উদ্বৃত্ত থাকে প্রায় ২০%। অর্থাৎ, তার মাসিক নিট লাভ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা, যা একটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার জন্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উৎপাদিত পণ্যের মান ও স্বাদের কারণে বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, যা তার ব্যবসায়িক সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি।

তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরও বিস্তৃত। শিউলি বেগম চান, তার কারখানাটি সম্প্রসারিত হোক এমনভাবে, যাতে ভবিষ্যতে সেখানে ১০০ থেকে ১৫০ জন পর্যন্ত সার্বক্ষণিক শ্রমিক কাজ করতে পারেন। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি কেবল নিজস্ব আয়ের উন্নয়নই করতে চান না, বরং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এজন্য তিনি আরও মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উপর জোর দিচ্ছেন।

শিউলি বেগমের এই কেস স্টাডিটি একটি অনুপ্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত, যেখানে একজন গ্রামীণ নারী "নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) এর সহযোগিতায় অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং সমাজে এক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার উদ্যোগ শুধু পরিবার নয়, বরং পুরো এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সমিতিভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে কীভাবে এক জন নারী বড় পরিসরে উদ্যোক্তা হতে পারেন, তা শিউলি বেগমের এই গল্পে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

জেন্ডার-সংবেদনশীল নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কমিউনিটি ক্ষমতায়ন গাইডেন্স প্রকল্প

Gender Uplifting for Inclusive Development and Community Empowerment (GUIDANCE) প্রকল্পটি শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া ও জাজিরা উপজেলার ৩৯টি ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, নারীর নেতৃত্ব এবং জেন্ডার-সমতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। প্রকল্পটি কানাডা ও সুইজারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে এবং জিএফএও কনসাল্টিং দ্বারা পরিচালিত, যা Civic Engagement Fund (CEF) তহবিলের নাগরিকতা প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি নুসা'র নেতৃত্বে, অংশীদার সংস্থা DORP ও VERC এবং ভলান্টিয়ার সংস্থা এ কে টি এর সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পে মোট বাজেট টাকা ৫,৫২,৫৭,২৪৬ যার মধ্যে ১ম বছর এনজিও ব্যুরো থেকে ২,৪৪,২৩,০৪৬ টাকা অনুমোদন পেয়েছি খরচ করার জন্য।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলোর (CSO) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করে আরও জেন্ডার-সংবেদনশীল ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করা।

নুসা ও এর কনসোর্টিয়াম অংশীদাররা প্রকল্পের চারটি মূল উদ্দেশ্যের অধীনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্পটি কমিউনিটিকে সংগঠিত করেছে, CSO-দের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করে তৃণমূল পর্যায়ে জেন্ডার সমতা প্রচারে সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করেছে।

GUIDANCE প্রকল্পটি মূল ৪টি উদ্দেশ্যের মাধ্যমে ২০ টি কার্যক্রম ৩০ মাসে বাস্তবায়ন করা হবে। নিম্নে ২০২৪-২০২৫ সনে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

উদ্দেশ্য ১: সিএসওদের অ্যাডভোকেসি ও নেতৃত্বে সক্ষমতা বৃদ্ধি-

দৃঢ় ও কার্যকর নাগরিক সমাজ গড়ে তুলতে বছরজুড়ে বিভিন্ন সক্ষমতা উন্নয়ন ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

- **জেন্ডার বিষয়ক প্রারম্ভিক কর্মশালা:** ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া ও জাজিরা উপজেলায় তিনটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়, যেখানে মোট ২৬৩ জন অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৩৭% নারী। অংশগ্রহণকারীরা জেন্ডার বিষয়ক মৌলিক ধারণা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। এসব কর্মশালা সিএসও নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের জেন্ডার-সংবেদনশীল কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য আনতে ও তাদেরকে সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করে।

- **সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ:** কমিউনিটি মবিলাইজেশন, অ্যাডভোকেসি ও আইসিটি-ভিত্তিক সমস্যা সমাধান বিষয়ে ছয়টি প্রশিক্ষণ ব্যাচ আয়োজন করা হয়। প্রতিটি দুই দিনব্যাপী সেশনে ১৮০ জন সিএসও সদস্য (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৩৬% নারী। এসব প্রশিক্ষণ সিএসওদের কমিউনিটি সংগঠিত করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি করা এবং স্থানীয় সমস্যা সমাধানে আইসিটি দক্ষতা ব্যবহারে সক্ষম করে তোলে।

- **কর্মপদ্ধতির সামঞ্জস্য কর্মশালা:** দুটি কর্মশালায় ৬০ জন সিএসও নেতা অংশগ্রহণ করেন, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা জেন্ডার-উন্নয়ন, নারীর নেতৃত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

উদ্দেশ্য ২: জেন্ডার সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি-

এই বছর গাইডেন্স প্রকল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল সচেতনতা বৃদ্ধি ও সম্মিলিত দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা।

- **প্রকল্প সূচনা কর্মশালা:** তিনটি উপজেলায় আয়োজিত সূচনা কর্মশালায় ৯০ জন অংশগ্রহণ করেন–যাদের মধ্যে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), সরকারি কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি, সিএসও সদস্য, সাংবাদিক ও নুসা নেতৃত্ব। এসব কর্মশালা স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পের জন্য যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি ও মালিকানা সৃষ্টি করে।
- **জেন্ডার চর্চার অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ:** গৃহ ও কমিউনিটি পর্যায়ে জেন্ডার আচরণের অগ্রগতি মূল্যায়নে ৪০৫ জন (যার মধ্যে ৫৮% নারী) অংশগ্রহণ করেন। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অগ্রগতি যাচাই করে ইতিবাচক আচরণগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

উদ্দেশ্য ৩: নেটওয়ার্ক ও অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা নীতি-অ্যাডভোকেসির জন্য-

গাইডেন্স প্রকল্প সিএসও, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা, শিক্ষা বিনিময় ও সম্মিলিত অ্যাডভোকেসি উৎসাহিত করেছে।

- **জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট পর্যবেক্ষণ:** নুসা স্থানীয় ক্লাব ও সিএসওদের সঙ্গে অংশীদারিত্বে জন বাজেট জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে, যা স্বচ্ছতা ও ন্যায্য সম্পদ বণ্টনে ভূমিকা রেখেছে।
- **সিএসওদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়:** ৬০ জন সিএসও নেতা অংশগ্রহণমূলক শিক্ষায় অংশ নিয়ে উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে সাফল্যগাঁথা, সেরা চর্চা ও উদ্ভাবনী কৌশল শেয়ার করেছেন।
- **শিক্ষার্থীদের জেন্ডার-সংবেদনশীল স্যানিটেশন প্রচার:** ৩০ জন সিএসও নেতা স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ব্রিগেড সক্রিয় করতে সহযোগিতা করেছেন, যারা জেন্ডার-সংবেদনশীল স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রচারে কাজ করছে। এর ফলে স্বাস্থ্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্কুল পরিবেশ গড়ে উঠছে।

উদ্দেশ্য ৪: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সরকার-সিএসও সহযোগিতা জোরদার করা-

নাগরিক সম্পৃক্ততা ও রাষ্ট্র-নাগরিক সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে প্রকল্পটি যৌথ অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন আয়োজন করেছে, যা জেন্ডার সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে দৃশ্যমান গতি এনেছে।

- **যৌথ অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইন:** তিনটি উপজেলায় আয়োজিত অ্যাডভোকেসি ইভেন্ট ও প্রচারণায় ৭১৯ জন অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৭৫% নারী। এসব কার্যক্রমে মজুরি বৈষম্য, বাল্যবিবাহ ও কর্মক্ষেত্রে হয়রানির মতো বিষয়গুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়। এতে স্থানীয় পর্যায়ে নারীর নেতৃত্ব আরও শক্তিশালীভাবে প্রকাশ পায়।

এই সব কার্যক্রমের মাধ্যমে গাইডেন্স প্রকল্প শরীয়তপুরে সিএসওদের ক্ষমতায়ন, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করছে। নারীবাদী ও অধিকারভিত্তিক নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে, নুসা জেন্ডার সমতা অগ্রসর করা, নারীর কণ্ঠস্বর জোরালো করা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যৎ নির্মাণে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রেইজ প্রকল্প

নাম	ঃ	Recovery and Advancement of Informal Sector Environment (RAISE)
মেয়াদ	ঃ	জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৬
অর্থায়নকারী	ঃ	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংক
উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল প্রকল্প এলাকার শহর ও শহরতলীতে বসবাসকারী নিম্ন আয়ের যুবক ও কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা।
তহবিল	ঃ	৬,৫১,৮৩,৮৯৫/- (ছয় কোটি একান্ন লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা।

"ছোট উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ"- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে 'Recovery and Advancement of Informal Sector Environment (RAISE)' শীর্ষক প্রকল্পটি শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলার ১০টি উপজেলার শহর ও শহরতলী এলাকায় ২৫ টি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পটি শহর ও শহরতলী এলাকায় অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নিম্ন আয়ের যুবক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য তাদের অর্ন্তরভূক্তিমূলক আর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম

অংশগ্রহণকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

প্রকল্পভূক্ত ৮৭৪ জন তরুন ছোট উদ্যোক্তার ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ১০০০ জন ছোট উদ্যোক্তা 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় ইতিমধ্যে ৫০০ জন শিক্ষানবিশ এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ছয় মাসব্যাপী এ শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে শিক্ষানবিশগণ অভিজ্ঞ ওস্তাদের তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে কাজ শেখার পাশাপাশি উদ্যোগ পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া, দক্ষ প্রশিক্ষকের আওতায় শিক্ষানবিশদের 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

যথাযথভাবে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৯৫ জন মাষ্টার ক্রাফটসপার্সনকে দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টশন প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্য হতে ৫০ জন মাষ্টার ক্রাফটসপার্সনকে রিফ্রেসার্স ওরিয়েন্টশন প্রদান করা হয়েছে।

সফলতার গল্প ১- দক্ষতা ইসমাইলকে ইউরোপের স্বপ্ন দেখাচ্ছে

ইসমাইল হোসেন ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুর থানার কাঁচিকাটা কান্দি গ্রামের বাসিন্দা। নুর মোহাম্মদ বেপারী ও পিয়ারা বেগম দম্পতির সাত সন্তানের মধ্যে ইসমাইল হোসেন সবার ছোট। বারা একজন দরিদ্র কৃষক। বাবার ইচ্ছে ইসমাইল হোসেন লেখা পড়া শেষ করে অনেক বড় মানুষ হবে। সে জন্য তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু কারিগরী কাজের আগ্রহ ও ইউরোপ যাওয়ার স্বপ্ন থাকার কারণে এসএসসি পাস করার পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়নি ইসমাইল।

নুসা রেইজ প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী সংগ্রহের জন্য নুসা সখিপুর শাখার ব্যবস্থাপনায় আউটিরিচ প্রোগ্রামের জন্য মাইকিং চলছিল। উক্ত আউটিরিচ প্রোগ্রামে উপস্থিত হয় ইসমাইল হোসেন। ছোট বেলা থেকে টেকনিক্যাল বিষয়ে আগ্রহ ছিল তার। আউটরিচ প্রোগ্রাম শেষে কাউন্সিলিং পরবর্তীতে মোবাইল সার্ভিসিং পেশায় কাজ শেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে মা মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার নড়িয়া, শরীয়তপুর এ ০৬ মাস মেয়াদি মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য মনোনীত করা হয়। ওস্তাদ হুমায়ন কবীর সুমন এর তত্ত্বধানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ইস মাইল এর পাশাপাশি ৫ দিনের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে ।

প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরেই তার ওস্তাদ হুমায়ন কবীর সুমন শরীয়তপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এর প্রশিক্ষক হিসাবে যোগদান করে। ইসমাইল তার ওস্তাদের মা মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার ভাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। তার সার্ভিসিং সেন্টারে একজন কর্মী নিয়োগ দিয়েছে ও একজন শিক্ষানবিশিকে কাজ শেখাচ্ছে। বর্তমান কার মাসিক আয় ২০,০০০/ (বিশ হাজার) টাকা । ইতিমধ্যে সে NSDA এর অধীনে লেভেল -২ মোবাইল ফোন সার্ভিসিং পেশায় Recognition of Prior Learning (RPL) শেষ করেছে। ইউরোপ যাওয়ার জন্য আবেদন করে সার্ভিয়া যাওয়ার ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছে। এখন ভিসা অপেক্ষায় আছে ইসমাইল। ভিসা পেলেই পা দেবে স্বপ্নের দেশ ইউরোপের সার্ভিয়ায়।

তার ইচ্ছা ইউরোপ গিয়ে মোবাইল সার্ভিসিং পেশায় কাজ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

সফলতার গল্প ২- শিক্ষনিবিশি কার্যক্রম ঃ উন্নত জীবনের হাতছানি

সনাতন গাইন শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা উপজেলার মডেরহাট ইউনিয়নের পৈতকাঠি গ্রামের বাসিন্দা। বাবা শ্রীকৃষ্ণ গাইন পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রী। কাঠমিস্ত্রীর সামান্য আয় দিয়ে পাঁচ ভাই বোনসহ আট সদস্যের পরিবারের ভরণ পোষন করতে হতো বাবাকে। বাবার আর্থিক অনটনের কারণে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করে আর স্কুলে যায়নি সনাতন। বেকার অবস্থায় থেকে জীবনের খেই হারিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে সনাতন। তাকে নিয়ে বাবা মায়ের চিন্তার শেষ নাই।

নুসা রেইজ প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী সংগ্রহের জন্য নুসা নাগেরপাড়া শাখার ব্যবস্থাপনায় আউটিরিচ প্রোগ্রামের আউটিরিচ প্রোগ্রামে উপস্থিত হয় সনাতন গাইন। আউটরিচ প্রোগ্রাম শেষে কাউন্সিলিং পরবর্তীতে মোটরসাইকেণ সার্ভিসিং পেশায় কাজ শেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করা সনাতন গাইন মাদারীপুর জেলার মস্তফাপুর বাস স্টেশন এ ওস্তাদ সোহাগ শীল এর নিকট থেকে ছয় মাস মোটর সাইকেল সার্ভিসিং এর কাজ শিখেছেন। এর পাশাপাশি ৫ দিনের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। তার পরেও অতিরিক্ত দুইমাস ওস্তাদের নিকট থেকে আরো বেশী দক্ষতা

অর্জন করে।

ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পেরে সে শরীয়তপুর ইয়ামাহা শো-রুম টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা হবে। সেখানে সে টেকনিশিয়ান হিসাবে আবেদন করে। পরবর্তীতে তার দক্ষতা যাচাই করে তাকে এখানে টেকনিশিয়ান হিসাবে ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা বেতনে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ প্রদান করেন। এখানে তাকে মোটর সাইকেল সার্ভিসিং এর সমুদয় করতে হয়। নিয়োগ পাওয়ার পর এসিআই মোটরস (ইয়ামাহা) কেন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ সেন্টার গাজীপুর হতে এ্যাডভান্স লেবেলের পাঁচ দিন করে মোট দুইবার প্রশিক্ষণ পেয়ে সে আরো দক্ষ হয়ে উঠে। কর্মক্ষেত্রে আরো দক্ষতা প্রদর্শণ করতে সক্ষম হওয়ার কারণে সে বেতনের বাহিরেও টিপস হিসাবে আরো বেশী পরিমান আয় করে। তার আয় দিয়ে নিজের খরচ বহন কারা পরও তার পরিবারের ভরণ পেষণের জন্য তার বাবাকে নিয়মিত টাকা প্রদান করে। সে সংসারের খরচ বহন করতে পেরে খুবই খুশি।

সফলতার গল্প ৩- রমজানের স্বপ্ন ঃ ছোট উদ্যোগ থেকে বড় উদ্যোক্তা হওয়ার

নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর ইউনিয়নের চান্দনী গ্রামে বসবাস কামাল শেখ ও তার দুই স্ত্রীর। প্রথম স্ত্রীর ঘরে তিন ছেলে ও চার মেয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর রুমা বেগম এর ঘরে দুই ছেলে মোট ১১ জনের যৌথ পরিবার। অভাব-অনাটন, সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে ভালোই চলছিল দুই স্ত্রী নিয়ে কামাল শেখের সংসার। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে দুই সন্তান রমজানও শেখ রবিন শেখ। রমজান শেখের বয়স যখন জন্মের তিন বছর তখন তার বাবা দূরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যায়। বাবার মৃত্যুতে তাদের সংসার আলাদা হয়ে যায়। রমজানের মা রুমা বেগম দুটি শিশু সন্তান নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। আত্নীয় স্বজনের সহযোহিতায় ও অন্যের বাড়ীতে কাজ করে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। অনেক কষ্টের মাধ্যমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করতে পেরেছে রমজান আলী। মায়ের পক্ষে রমজানের লেখা পড়ার খরচ চালানো অসম্ভব হলে বন্ধ হয়ে যায় তার লেখা পড়া।

জীবিকার তাগিদে রমজান বিভিন্ন জায়গায় কাজ খুঁজতে থাকে, দক্ষতা না থাকার কারণে কেউ কাজে নিতে আগ্রহী হয় না। কাজের সন্ধান না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। এর মধ্যে নুসা রেইজ প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রম নুসা ভোজেশ্বর শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আউটিরিচ প্রোগ্রামে উপস্থিত হয় রমজান শেখ। আউটরিচ প্রোগ্রাম শেষে কাউন্সিলিং পরবর্তীতে ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন পেশায় কাজ শেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর বাস স্টেশন এ ওস্তাদ শাহালম মীর এর তত্ত্বাবধানে সানজিদা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক সপ এ ছয় মাস মেয়াদি ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন পেশায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে রমজান শেখ। এর পাশাপাশি ০৫ দিনের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত ধারণা অর্জন করে।

ছয় মাস প্রশিক্ষণ শেষে সে নুসা ভোজেশ্বর শাখা হতে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা শিক্ষানবিশি ঋণ ও আত্নীয় স্বজনের নিকট থেকে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোট ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী কাজ করছে। এ ব্যবসা হতে তার মাসিক আয় ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা। এ টাকা দিয়ে সে সংসারের খরচ নির্বাহ কারার পরেও ব্যবসার মূলধন বৃদ্ধি করছে।

এ কাজ করতে পেরে রমজান খুবই খুশি। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা সে তার ব্যবসাকে আরো বড় করবে ফলে তার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

কৃষি ইউনিট

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিবেদিতভাবে কাজ করছে নুসা। এ কাজের জন্য নিবেদিত 'কৃষি ইউনিট' - এর মাধ্যমে ফসল, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ খাতে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসৃজন এবং মাটির উর্বরতা রক্ষায় এ ইউনিট জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এবং দারিদ্রপ্রবণ এলাকাকে প্রধান্য দিয়ে ৫ টি শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করছে।

ফসল খাত

ফসল খাতে জলবায়ুসহিষ্ণু, উচ্চ মূল্যের, উচ্চ ফলনশীল এবং অধিক পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ধান ও ফসল চাষ, বস্তায় আদা চাষ, অমৌসুমী তরমুজ চাষ, উচ্চ মূল্যের ফল বাগান স্থাপন, জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নত ও লাভজনক ফসলধারা প্রচলন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আন্তঃফসল/সাথী ফসল চাষ, বীজের গুণগত মান রক্ষার জন্য ধান ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন এবং বছরব্যাপী সবজি ও ফল উৎপাদন সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়। এছাড়া, পরিবেশবান্ধব মালচিং পেপার ব্যাবহার করে ফসল চাষ, কোকোমিডিয়ায় মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন, ট্রাইকো কম্পোষ্ট ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করে নিরাপদ সবজি উৎপাদন এবং জলবায়ূ অভিযোজনক্ষম প্রযুক্তিতে ফসল উৎপাদনসহ বিভিন্ন উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি ও চাষাবাদ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করা হয়।

মোট অনুদান প্রদান	ঃ	২২,৪০,৫০০ টাকা
মোট প্রদর্শনি	ঃ	১২৭
মোট প্রশিক্ষণ	ঃ	৪
মোট মাঠ দিবস	ঃ	৫
মোট পরামর্শ প্রদান	ঃ	৬

মৎস্য খাত

এ খাতে অধিক বর্ধনশীল জি-৩ রুই চাষ, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প জাতীয় মাছের মোটাতাজাকরণ এবং অণুপুষ্টিসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষসহ বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সম্প্রসারিত অন্যান্য প্রযুক্তির মাঝে রয়েছে মলা মাছের ব্রুড ব্যাংক স্থাপন, উন্নত চাইনিজ কার্প মাছ চাষ, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে দেশীপ্রজাতির শিং-কার্প ও গুলশা-কার্প মাছের মিশ্র চাষ, উচ্চমূল্যের চিতল-কার্প মিশ্র চাষ, উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ-ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ, হাজামজা ও পরিত্যাক্ত পুকুর সংস্কার পূর্বক মাছ চাষ, মাছের পোনা চাষ, বাহারি মাছের চাষ, অ্যাকোয়াকালচার মেকানাইজেশন, ব্ল্যাক কার্প মাছ চাষ, মূল্য সংযোজিত মৎস্য পণ্য উৎপাদন। এছাড়াও সদস্যদের মাছ চাষে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষ বিষয়ক পরামর্শ সভা, মাঠ দিবস এবং বাজার সংযোগ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রচার-প্রচারণার জন্য জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপণ ও পোণা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী পালন করা হয় এবং বিভিন্ন দৃশ্যমান স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও টেলিভিশনে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

মোট অনুদান প্রদান	ঃ	২৩,১৯,৮০০ টাকা
মোট প্রদর্শনি	ঃ	১০২
মোট প্রশিক্ষণ	ঃ	৪
মোট মাঠ দিবস	ঃ	৫
মোট পরামর্শ প্রদান	ঃ	৪

কেস স্টোরি - জলেই জীবন: বাবুল ছৈয়ালের মাছ চাষে স্বপ্নপূরণ

দারিদ্র্য অনেকের জীবনকে পিছিয়ে দেয়, আবার কারও জীবনে হয়ে ওঠে নতুন সম্ভাবনার জানালা। শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার শিরঙ্গল গ্রামের মোঃ বাবুল ছৈয়ালের জীবন সেই দ্বিতীয় গল্প–যেখানে সংকট থেকেই জন্ম নিয়েছে সাফল্যের পথ। ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে শুরু করে সফল মৎস্য উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প আজ তাঁর এলাকার মানুষের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মোঃ বাবুল ছৈয়াল ও তাঁর স্ত্রী পারভীন বেগমের সংসারে রয়েছে দুই সন্তানসহ চারজন সদস্য। বাবুল শুরুতে ঢাকায় ছোটখাটো ব্যবসা করতেন। পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ১ একর ফসলি জমি ছিল তাদের, তবে জমি নিচু হওয়ায় বছরে মাত্র একবার ফসল হতো, যা দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ চালানো ছিল অত্যন্ত কঠিন। বাড়তি আয়ের উৎস খুঁজতে খুঁজতেই এক সময় চিন্তা করেন জমির কিছু অংশে পুকুর খনন করে মাছ চাষ করবেন।

২০০৪ সালে পারভীন বেগম আত্মীয়ের কাছ থেকে নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) সম্পর্কে জানতে পারেন এবং একজন মাঠকর্মীর সহায়তায় সমিতিতে ভর্তি হন। নিয়মিত সঞ্চয় জমা দেওয়ার পর, তিনি ৪০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে এক ফসলি নিচু জমির কিছু অংশে একটি পুকুর খনন করেন এবং সেখানে মাছ চাষ শুরু করেন।

নুসার কারিগরি পরামর্শে পোনা মজুদ, খাদ্য প্রয়োগ ও যত্ন নিয়ে মাছ বড় করেন এবং বাজারে বিক্রি করে ভালো মুনাফা অর্জন করেন। প্রথমবারেই লাভবান হওয়ায় উৎসাহ পান আরও বড় পরিসরে মাছ চাষ করার।

নুসা প্রতি বছর বাবুলের ঋণের পরিমাণ ও সহায়তা বাড়াতে থাকে। বর্তমানে তিনি ভোজেশ্বর শাখা থেকে ১২ লক্ষ টাকা ঋণ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রায় ২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা রয়েছে। বর্তমানে বাবুল ছৈয়াল নিজস্ব ৫টি পুকুর এবং লিজ নেয়া ৩টি পুকুরসহ মোট ৯ হেক্টর জমিতে মাছ চাষ করছেন। এলাকায় এখন তিনি একজন পরিচিত সফল মৎস্যচাষী ও উদ্যোক্তা। মাছ চাষের আয় দিয়ে তিনি শুধু নিজের জীবন নয়, অন্যদের জীবনও বদলে দিচ্ছেন।

২০২৫ সালের শুরুতে, নুসা ও পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত কৃষি ইউনিট থেকে বাবুল ছৈয়াল পান প্রযুক্তিগত সহায়তা–এয়ারেটর, পানি পরীক্ষার যন্ত্র, উপকরণ ও প্রশিক্ষণ। এতে তাঁর মাছ চাষ আরও আধুনিক ও উৎপাদনশীল হয়েছে। এখন তিনি নিজেই একজন দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী উদ্যোক্তা।

বাবুলের মাছ চাষ প্রকল্পে বর্তমানে ১০-১২ জন মানুষের স্থায়ী ও মৌসুমি কর্মসংস্থান হয়েছে। এতে স্থানীয় বেকার যুবকেরা উপকৃত হচ্ছেন এবং তার উদ্যোগ সামাজিক অর্থনীতির জন্যও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

মোঃ বাবুল ছৈয়ালের সফলতার গল্প একটি প্রমাণ–প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, ও একটি সহায়ক হাত (যেমন নুসা) থাকলে দারিদ্র্য কোনও বাধা নয়। বাবুল আজ শুধু একজন সফল মাছ চাষী নন, বরং একজন রোল মডেল, যিনি জল থেকেই জীবন গড়েছেন।

প্রাণিসম্পদ খাত

নিবিড় পদ্ধতিতে খাসী মোটাতাজাকরণ, উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চা ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন, বিশেষ আবাসন ব্যবহার করে দেশী মুরগি পালন, মাংস উৎপাদনের জন্য মাঁচা পদ্ধতিতে জলবায়ু সহিষ্ণু বাউ মুরগি ও পেকিন জাতের হাঁস পালন প্রযুক্তিসহ প্রাণিসম্পদ খাতে বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃজন, টেকসই উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়াও গবাদি প্রাণির পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য অধিক পুষ্টিগুন সম্পন্ন ফডার চাষ, ডিমের চাহিদা পুরনের জন্য লেয়ার মুরগি পালন, বাচ্চা সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কৃত্রিম হ্যাচারী স্থাপন ও দুগ্ধপণ্য বহুমাত্রিকীকরণ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

মোট অনুদান প্রদান	ঃ	২২,৯২,৮০০ টাকা
মোট প্রদর্শনি	ঃ	১২৩
মোট প্রশিক্ষণ	ঃ	৫
মোট খামার দিবস	ঃ	৪
মোট পরামর্শ প্রদান	ঃ	৪
বাজার সংযোগ কর্মশালা	ঃ	২

কেস স্টোরি ১- লিটন জমরদারের সফল খাসী খামার

লিটন জমরদার, গ্রাম-পন্ডিতসার, উপজেলা-নড়িয়া, জেলা-শরীয়তপুরের একজন পরিশ্রমী খামারি। পরিবারের সদস্য সংখ্যা এক ছেলে ও দুই মেয়ে। ছেলে কলেজে অধ্যয়নরত, বড় মেয়ে এবছর এসএসসি পাশ করেছে এবং ছোট মেয়ে ২য় শ্রেণীতে পড়ে। পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাঁস-মুরগি পালন ও কৃষি কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন।

নজরুল নুসার কর্মসূচী সম্পর্কে জানার পর ঘড়িসার শাখায় সদস্য হন। নুসা প্রাণিসম্পদ

খাতের আওতায় তিনি ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে খাসী মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনির আওতায় কার্যক্রম শুরু করার সুযোগ পান।

প্রথমে তিনি নুসা থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ১২ টি খাসী দিয়ে খামার শুরু করেন। নুসা থেকে অনুদান হিসেবে তিনি পিলেট ফিড, ঘাসের বীজ, বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেল পান। এসব সহায়তা তার খামারের অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখে।

নজরুল জমরদার ধীরে ধীরে খামার বড় করতে সক্ষম হন। প্রথম দফায় খাসীগুলো বিক্রয় করে তিনি খামারে ৩৫টি খাসীর বাচ্চা তোলেন। গত কোরবানির সময়ে তিনি ২৭টি খাসী বিক্রি করেন এবং বর্তমানে তার খামারে রয়েছে ২২টি খাসী।

নুসার সহযোগিতা এবং নিজের শ্রম দিয়ে লিটন জমরদার এখন একজন সফল খামারি হিসেবে এলাকায় পরিচিত। তার আয়ে পরিবারে স্বচ্ছলতা এসেছে এবং সন্তানদের শিক্ষাজীবন আরও সহজ হয়েছে। লিটন জমরদারের এই সাফল্য প্রমাণ করে যে সঠিক প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা ও পরিশ্রম একত্রে হলে স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব। নুসার সহায়তায় তিনি যেমন নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পেরেছেন, তেমনি অন্য খামারিদের জন্যও তিনি একটি অনুপ্রেরণার উদাহরণ হয়ে উঠেছেন।

কেস স্টোরি ২- দেশি মুরগি পালনে সফল নারী উদ্যোক্তা সান্তনা আক্তার

পরিচিতিঃ

সান্তনা আক্তার একজন গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তা, যিনি প্রথমে কৃষি কাজের মাধ্যমে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তার পরিবারে স্বামী ও দুই ছেলে রয়েছে। বড় ছেলে এইচএসসিতে অধ্যয়নরত এবং ছোট ছেলে ক্লাস ওয়ানে পড়ে। তিন বছর আগে তিনি নুসার সাথে যুক্ত হন এবং এক বছর আগে নুসা থেকে লোন গ্রহণ করেন।

নুসার সহযোগিতাঃ

৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং তারিখে নুসা কর্তৃক তাকে দেশি মুরগি প্রদর্শনী প্রদান করা হয়। প্রথমে তিনি ৮টি মুরগি দিয়ে পালন শুরু করেন। নুসার পক্ষ থেকে তিনি পান-

- ৩টি ডিম ফুটানোর নেস্ট
- ক্রিপারসহ খাচা
- রাত্রীকালীন ঘর
- খাবার ও পানির পাত্র
- জীবানুনাশক ও ঔষধ
- স্প্রে, বৈদ্যুতিক বাল্ব
- পাখি তাড়ুয়া, সাইনবোর্ড ও রেজিস্টার

এর উদ্দেশ্য ছিল কম খরচে দেশি মুরগি পালন করে পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ।

কার্যপ্রণালী ও যত্নঃ

- খাচা ও রাত্রীকালীন ঘর উঁচু জায়গায় স্থাপন করা হয়, যাতে পানি না জমে।
- ঘরের ভিতরে শুকনো খড়/করাতের গুড়া বিছানো হয়।
- প্রতিদিন মুরগিকে খাবার ও পানি দেওয়া এবং ঘর পরিষ্কার রাখা হয়।
- সময়মতো ভ্যাকসিন ও মাসে একবার কৃমিনাশক প্রয়োগ করা হয়।

রেকর্ড ও বিপণনঃ

সান্তনা প্রতিদিন ডিম উৎপাদনের সংখ্যা লিখে রাখতেন এবং খাবার, ঔষধ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতেন। স্থানীয় হাটে ও প্রতিবেশীদের কাছে ডিম ও মুরগি বিক্রি করতেন। উৎসবের সময়ে পুরাতন মুরগি বিক্রি করে বাড়তি আয় করতেন।

অর্থনৈতিক হিসাবঃ

মাসিক ব্যয়

বিবরণ	টাকা
খাবার	১,২০০
ঔষধ ও টিকা	২০০
অন্যান্য	১০০
মোট ব্যয়	১,৫০০

মাসিক আয়

বিবরণ
গড়ে ৭টি ডিম x ৩০দিন = ২১০টি ডিম। প্রতি ডিম ২০ টাকা = ৪,২০০ টাকা। মাঝে মাঝে ২টি পুরাতন মুরগি বিক্রি (প্রতি ৩-৪ মাসে প্রায় ১,২০০ টাকা অতিরিক্ত আয়)
মোট আয় = ৪,২০০ টাকা

মাসিক লাভ

৪,২০০ - ১,৫০০ = ২,৭০০ টাকা (+ মুরগি বিক্রির অতিরিক্ত আয়)

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম

লক্ষ্য ঃ দুর্যোগকবলিত জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে সহযোগিতা করা।

লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ নুসা'র সকল প্রকল্পের উপকারভোগী ও সাধারণ জনগণ।

ভূমিকাঃ

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রভাব আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যথেস্ট নয় বিধায় জনগণ ও জান-মালের পরিত্রাণ দিতে সচেস্ট হচ্ছে না। জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নুসা'র একটি অগ্রাধিকারমূলক কাজ। শরয়িতপুর জেলা একটি দুর্যোগপ্রবন এলাকা হওয়ায় নুসা'র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ সারা বছর দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে। সংস্থার নিজস্ব একটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনটিনজেন্সি (আকস্মিক ঘটনা) পরিকল্পনা রয়েছে। যখনই কোন বড় ধরণের দূর্যোগ সৃষ্টি হয় এবং মানবসম্পদ ক্ষতির সম্মুখ হয় তখন সংস্থা অর্থায়নসহ সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে। বিগত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সংস্থা এই খাতে ৩০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা বাজেট রেখেছে এবং প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহের প্রস্তুতি রেখেছিল।এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের নিবন্ধনদাতা প্রতিষ্ঠান এম আর এ কর্তৃক নির্দেশনা রয়েছে যে কোন সময় সংস্থা দূর্যোগে সহায়তা করতে পারবে যা পরবর্তীতে অনুমোদন সাপেক্ষ।

অত্র এলাকায় এপর্যন্ত ঘটে যাওয়া বন্যা, অতিবৃষ্টি, সিডর ইত্যাদি দুর্যোগে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। নুসা এসকল ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে থেকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করেছে। বিশ্ব দাতা সংস্থা 'বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP), কনসার্ন ইন্টার ন্যাশনাল, ইউনিসেফ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশী-বিদেশী সংস্থার সহযোতিায় সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে কাজ করতে সচেস্ট হয়েছে।

বিএনএফ গাভী পালন কর্মসূচী

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার মোক্তারের চড় ইউনিয়ন ও নড়িয়া পৌরসভার বৈশাখিপাড়া এবং কালিকা প্রসাদ গ্রাম নদীভাঙ্গন ও চরাঞ্চল হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন-পরিসেবায় পিছিয়ে রয়েছে। এসব এলাকার মানুষের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো স্থায়ী জীবিকা নিশ্চিতে সীমিত সুযোগ। পরিস্থিতি বিবেচনায় নুসা এ বছর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় "গাভী পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের আয় সৃষ্টি" শীর্ষক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আর্থিকভাবে সক্ষম করে তোলা।

এই কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত ১০ জন নারীর মাঝে উন্নত জাতের ক্রসব্রিড গাভীর বাছুর সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি, উপকারভোগীদের গাভী পালন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম এবং মাঠপর্যায়ে পরামর্শ সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। কর্মসূচির পরিচিতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য এলাকায় তথ্যসম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়।

উদ্যোগের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে উপকারভোগী প্রতিটি পরিবার মাসে গড়ে প্রায় ২০,০০০ টাকা আয় করতে সক্ষম হয়েছে, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়েছে। এ সফলতা স্থানীয় নারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করেছে এবং ইতিমধ্যে প্রায় ২০ জন নারী গাভী পালনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সামগ্রিকভাবে এ উদ্যোগটি চরাঞ্চলের নারীদের আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচী

‘দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে নুসার একটি সমন্বিত কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর মূলমন্ত্র হলো দারিদ্রের বহুমাত্রিকতাকে চিহ্নিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যা তাদের সর্বজনীন মানবাধিকারসমূহ উপভোগপূর্বক একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সক্ষম করে তুলবে।

বর্তমানে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ঘড়িসার ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার উঃ তারাবুনিয়া ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৯৩৭০ পরিবারের প্রায় ৬৩২৫০ সদস্যকে ১২ ধরনেরও বেশি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, উন্নয়নে যুব সমাজ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি-তে বিধৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল ধারণা এ কর্মসূচীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৮৪ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ৪৮ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও ৪ টি স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় ০৪ হাজার মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এসকল সেবার মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ডায়াবেটিস পরীক্ষা, রক্তচাপ পরীক্ষা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের সেবা ওপরামর্শ, শিশু স্বাস্থ্য সেবা সহ অন্যান্য রোগের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং জটিল রোগের ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী হাসপাতালে রোগীদের প্রেরণ। এ সময়কালের মধ্যে ২ টি চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ২০০ জনকে চোখের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে পরামর্শ ও সেবা প্রদান ও ৩০ জনের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। এছাড়া, ৩৬ টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী ও দ্বীতিয় শেণীতে ১,০৮০ জন শিশুকে পাঠদানে সহায়তা করা হয়েছে।

উন্নয়নে যুব সমাজ কর্মকান্ডের অধীনে ১৮ টি যুব নারী ও ১৮ টি যুব পুরুষ ক্লাব গঠন করা হয় যেখানে ১৯৮ জন যুব নারী ও ১৯৮ জন যুব পুরুষ সদস্য রয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০০ যুব নারী ও পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সংগঠিত করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় জাতীয় যুব দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় এবং সমাজে বিভিন্ন অবদান রাখার জন্য ১০ জন যুবকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

প্রবীন জণগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মকান্ডের আওতায় ১৮ টি নারী ও ১৮ টি পুরুষ ক্লাব গঠন করা হয়েছে যেখানে ১১০ জন নারী ও ১১০ জন পুরুষ সদস্য রয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় জাতীয় প্রবীন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় এবং সমাজে বিভিন্ন অবদান রাখার জন্য ১০ জন প্রবীনকে এবং ১০ জন সু-সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

কৈশর কর্মসূচী

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন'-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় নড়িয়া উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ২ টি (কিশোর কিশোরী) করে ক্লাব গঠনের মাধ্যমে এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে ২৭০ টি ক্লাবে মোট সদস্য সংখ্যা ৩,১৬৮ জন। কৈশোর কর্মসূচীর আওতায় মুলত ৪ টি পরিসরে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: (১) সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, (২) নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন. (৩) পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং (৪) সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড। কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য ও সামাজিক কর্মকান্ড বিষয়ে, সফট স্কীল উন্নয়ন ও অনুশীলন এবং নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক কর্মকান্ডের উপর ১৭ ব্যাচ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১০২০ জন কিশোর-কিশোরীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

নাম	ঃ	বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি মানব সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প
মেয়াদ	ঃ	জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫
অর্থায়নকারী	ঃ	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংক
তহবিল	ঃ	৭৭,৬৮,০০০/- (সাতাত্তর লক্ষ আটষট্টি হাজার মাত্র) টাকা।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

বিসিসি ক্যাম্পের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি: প্রকল্পভূক্ত এলাকার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসম্মত ২পিট ল্যাট্রিন ও পানি স্থাপনার উন্নয়নের সুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে অধিকতর ২পিট ল্যাট্রিন ও পানি স্থাপনা তৈরীতে উদ্বুদ্ধ করা। ২পিট ল্যাট্রিন তৈরীর ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ ও নগদ ৩ হাজার টাকা প্রণোদনা প্রদানের সুযোগ রয়েছে এ প্রকল্পে। এ প্রকল্পের সুবিধা হলো চাক্কির মধ্যে ময়লা ভরাট হলে সাথে সাথে অর্থ ব্যয় করে ফালাতে হয় না, ১টি পিট বন্ধ করে অপর পিটটি খুলে দিয়ে ময়লা প্রবেশের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি মানব সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প এর জুন ২০২৫ সনের কার্যক্রমের বিবরণঃ

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	সম্মিলিত (এই মাস পর্যন্ত)	
		লক্ষ্য	অর্জন
১	**উন্নত পানি উৎসে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত মানুষ**		
১.১	পরিবেশ ও সামাজিক (E&S) প্রেক্ষাপটে স্ক্রিনিং সম্পন্ন	৬০	৫৬
১.২	উন্নত করা পানি উৎসের সংখ্যা	৪৯	৪৯
১.৩	উন্নত পানি উৎসে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা	৪৪	৪৪
	উন্নত পানি উৎসে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা	**১৫১**	**১৫১**
২	**উন্নত স্যানিটেশনে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত মানুষ**		
২.১	পরিবেশ ও সামাজিক (E&S) প্রেক্ষাপটে স্ক্রিনিং সম্পন্ন	১২০	১১৮
২.২	নির্মিত টুইন পিট টয়লেটের সংখ্যা	১১৭	১১৬
২.৩	টুইন পিট টয়লেট নির্মাণে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা	৪৪	৪৪
২.৪	টুইন পিট টয়লেট নির্মাণে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা	১৬৮	১৬৮
২.৫	আপগ্রেড করা টয়লেটের সংখ্যা (এক পিট থেকে টুইন পিট)	১৮	১৮
২.৬	টয়লেট আপগ্রেডেশন থেকে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা	৪৪	৪৩
২.৭	টয়লেট আপগ্রেডেশনে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা	৭৯	৭৮
২.৮	টুইন পিট টয়লেট ও টয়লেট আপগ্রেডেশনের জন্য প্রদত্ত প্রণোদনার পরিমাণ	১২৩০০০	১২৩০০০
	উন্নত স্যানিটেশনে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত মোট মানুষের সংখ্যা (২.৪ + ২.৭)	**২৪৭**	**২৪৬**
৩	**এমএফআই অর্থায়ন মোবিলাইজেশনের পরিমাণ**		
৩.১	গৃহস্থালি স্যানিটেশন ঋণ (HHSL) বিতরণ - মূল অর্থ	৫১৮০০০০	৫১৮০০০০

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	সম্মিলিত (এই মাস পর্যন্ত)	
		লক্ষ্য	অর্জন
৩.২	গৃহস্থালি পানি ঋণ (HHWL) বিতরণ - মূল অর্থ	২৪৬৫০০০	২৪৬৫০০০
৩.৩	পানি সুবিধার জন্য ঋণপ্রাপ্ত LE-এর সংখ্যা	০	০
৩.৪	পানি সুবিধার জন্য LE-কে প্রদান করা ঋণের পরিমাণ	০	০
৩.৫	টয়লেট সুবিধার জন্য ঋণপ্রাপ্ত LE-এর সংখ্যা	০	০
৩.৬	টয়লেট সুবিধার জন্য LE-কে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ	০	০
৩.৭	স্যানিটারি ন্যাপকিনের জন্য ঋণপ্রাপ্ত নারী LE-এর সংখ্যা	০	০
৩.৮	নারী LE-কে স্যানিটারি ন্যাপকিনের জন্য প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ	০	০
৩.৯	ঋণ নিয়ে বা ঋণ ছাড়া নারী LE কর্তৃক বিক্রিত স্যানিটারি ন্যাপকিনের সংখ্যা	০	০
	পানি ও স্যানিটেশন উন্নয়নে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (৩.১+৩.২+৩.৪+৩.৬+৩.৮)	**৭৬৪৫০০০**	**৭৬৪৫০০০**
৪	**প্রকল্প এলাকার পরিবারের শতকরা হার যারা প্রকল্প কার্যক্রম থেকে উপকৃত হয়েছে (১.৩, ২.২)**		
৪.১	পানি উৎস উন্নয়নে উপকৃত পরিবার সংখ্যা (১.৩ অনুযায়ী)		৪৪
৪.২	টুইন পিট টয়লেট নির্মাণে উপকৃত পরিবার সংখ্যা (২.৩ অনুযায়ী)		৪৪
৪.৩	টয়লেট আপগ্রেডেশনে উপকৃত পরিবার সংখ্যা (২.৬ অনুযায়ী)		৪৩
	পানি ও স্যানিটেশনে PO কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মাধ্যমে উপকৃত মোট পরিবার (৪.১+৪.২+৪.৩)		**১৩১**
৫	**নরাপদভাবে ব্যবস্থাপিত WASH (পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন) অবকাঠামোতে নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত LE-এর সংখ্যা**		
৬	**বিবিসি (BCC) ক্যাম্পেইন**		
৬.১	ক্রেডিট গ্রুপ সদস্যদের সাথে সাপ্তাহিক চাহিদা সৃষ্টির সেশন (HP Session)	৭৭	৬৬
৬.২	নিরাপদভাবে ব্যবস্থাপিত পানি	৩৫	৩০
৬.২.১	অংশগ্রহণকারী - পুরুষ	১৫৫	১৪৫
৬.২.২	অংশগ্রহণকারী - নারী	৩৮৫	৩৪৫
	মোট	**৫৭০**	**৫২০**
৬.৩	নিরাপদভাবে ব্যবস্থাপিত স্যানিটেশন	৫৩	৪৯
৬.৩.১	অংশগ্রহণকারী - পুরুষ	৩৪০	৩৩০
৬.৩.২	অংশগ্রহণকারী - নারী	৬৮৫	৬৬৫
	মোট	**১০২৫**	**৯৯৫**
৬.৪	হাত ধোয়া	৩	৩
৬.৪.১	অংশগ্রহণকারী - পুরুষ	১৫	১৫
৬.৪.২	অংশগ্রহণকারী - নারী	৭০	৭০
	মোট	**৮৫**	**৮৫**

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	সম্মিলিত (এই মাস পর্যন্ত)	
		লক্ষ্য	অর্জন
৬.৫.১	অংশগ্রহণকারী - পুরুষ	৭	৭
৬.৫.২	অংশগ্রহণকারী - নারী	৬১	৩৮
	মোট	৪৫	৪৫
৬.৬	বেবি ওয়াস	৩	৩
৬.৬.১	অংশগ্রহণকারী - পুরুষ	১২	১২
৬.৬.২	অংশগ্রহণকারী - নারী	৪৮	৪৮
	মোট	৬০	৬০

নুসা শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচী

লক্ষ্য ঃ গরীব মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষালাভে সহায়তা করা।

উদ্দেশ্য ঃ
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ করা
- দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত করা।
- নারী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- মান সম্মত শিক্ষা অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- সকল শিক্ষার্থীদের সমানভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২০২৪-২৫ সনের বাজেট ঃ ৭,৩৫,০০০/- (সাত লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার মাত্র) টাকা।

কার্যক্রমের বিবরণঃ

০১. পিএসসি পাশ ঃ- ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া শিক্ষার্থী ৫০ জন (প্রতি জনকে এককালীন ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকাকরে মোট ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

০২. এসএসসি পাশ ঃ- সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশকৃত ৩০ জন (প্রতি জনকে এককালীন ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা করে মোট ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

০৩. এইচ এসসি পাশ ঃ- হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশকৃত ২০ জন কে (প্রতি জনকে এককালীন ৬০০০/- টাকা) ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

০৪. এছাড়া নুসা'র হতদরিদ্র সদস্যর সন্তানদের মধ্যে এসএসসি পাশ মেধাবী ৩১ জন ছাত্রকে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে এককালীন ১২০০০/=(বার হাজার) টাকা করে মোট ৩৭২০০০/=(তিন লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা এবং ২য় বছরের জন্য ২ জনকে ১৮০০০/=(আঠার হাজার) টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

নুসা শিক্ষা বৃত্তিতে উজ্জ্বল ফারুকের জীবন

ফারুক হাওলাদার, পিতা; মো: জামসেদ আলী হাওলাদার, মাতা: মোর্শেদা বেগম, গ্রাম: নন্দনসার, ঘড়িসার, নড়িয়া, শরীয়তপুর জন্মসূত্রেই ২ চোখে দেখেন না।

ছোটবেলায় সাভার খ্রিস্টান মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্টান থেকে পড়ালেখা শেষ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে আঙ্গারিয়া, শরীয়তপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করে ২০১৫ সনে মাধ্যমিক শিক্ষায় জিপিএ ৩.৩৩ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে ২০১৭ সনে উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ ৪.০৮ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ইস্টাডিস বিষয়ে পড়া লেখায় ভর্তির সুযোগ পেয়ে অনার্স ২০১৭-২০১৮ সেসনে অধ্যায়ন শুরু করেন।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা নিয়ে দারিদ্রতার সাথে সংগ্রাম করে অতিকষ্টে পড়াশুনা চালিয়ে যান ফারুক হাওলাদার। অতপর নুসা'র নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলীর সাথে যোগাযোগ করে নুসা'য় শিক্ষা বৃত্তি প্রাপ্তীর আবেদন করেন। নুসা উচ্চ শিক্ষা বৃত্তির আওতায় ২০২২ সন থেকে বরাবর ৩ বছর প্রতিমাসে ৩০০০ হাজার টাকা করে তাকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। নুসা উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি সহায়তায় ফারুক হাওলাদার ২০১৭-২০১৮ সেসনে ইসলামিক ইস্টাডিস বিষয়ে ২য় শ্রেণীতে অনার্স-মাস্টার্স পাশ করেন। বর্তমানে সরকারী চাকুরীর জন্য বিভিন্ন পদে আবেদন করছেন।

আইন সহায়তা কর্মসূচী

সময়কাল	ঃ	২০২৪ - ২০২৫ অর্থ বছর।
কর্মএলাকা	ঃ	নুসা'র কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন সমগ্র এলাকা।

উদ্দেশ্য ঃ

- মানবাধীকার।
- আইনি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- পারিবারিক কলহ ও অভিযোগ শালিসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা।
- নারী নির্যাতন ও সহিংসতা নিরোসন করা।
- গরীবদের আইনি সহায়তা প্রদান এবং সরকারী আইনি সহায়তা প্রাপ্তীতে সহযোগিতা করা।

পদ্ধতি ঃ

শরীয়তপুর জেলার বিজ্ঞ জজ কোর্টে প্রাকটিস করে এমন বিজ্ঞ একাধিক এ্যাভোকেট সমন্বয়ে প্যানেল তৈরী করে তাদের সহায়তায় আইনী সেবায় দ্বারস্থ গরীবদের আইনি সেবা প্রদানে সহায়তা করা।

বার্ষিক বাজেট ঃ

আইন সহায়তা কর্মসূচীর প্রস্তাবিত বার্ষিক বাজেট ২৭৮০০০/-(দুই লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা।

কার্যক্রমের প্রক্রিয়া ঃ

- বিবাহ তালাক রেজিষ্ট্রেশনঃ ১৭ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- পারিবারিক সহিংসতাঃ ৮০ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- দেন-মোহর উদ্ধারঃ ৩০ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ভরণ পোষণঃ ২৫ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- যৌতুক নিরোধঃ ২০ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- বাল্য বিবাহ বন্ধঃ প্রচার উঠান বৈঠক, সচেতনতা মূলক সেমিনার।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমনঃ প্রচার উঠান বৈঠক, সচেতনতা মূলক সেমিনার।
- যৌন নির্যাতন ও ইভটিজিং রোধঃ ২২ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- নারীর সম্পত্তিতে অধিকারঃ ৯ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রচার উঠান বৈঠক, সচেতনতা মূলক সেমিনার।

সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প

লক্ষ্য ঃ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা।
- সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- নারীর জন্য কর্মসংস্থান ও নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধি করা।
- সামাজিক মর্যাদায় নারীকে প্রতিষ্ঠিত করা।
- বাল্য বিবাহ রোধ করা।
- নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন বন্ধ করা।

কর্ম এলাকা ঃ সমগ্র শরীয়তপুর জেলাব্যাপী।

অর্জন ঃ

ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১.	আলোচনা সভা	১২	মাসিক কর্মউন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা
২.	উঠান বৈঠক	১২	শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন, মায়ের বুকের দুধ পাণ করানো, নির্যাতনবন্ধ, বাল্যবিবাহ রোধ, কন্যাশিশু শিক্ষিত করা, স্যানিটেশন ব্যবহার
৩.	দিবস উদযাপন	০৩	নারী দিবস, স্বাধীনতা দিবস, মাতৃভাষা দিবস
৪.	সেলাই প্রশিক্ষণ	২০	দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

ফলাফলঃ

- নারী অধিকার সম্পর্কে সদস্যরা আগের থেকে অনেক সচেতন হয়েছে।
- ২০ জন নারী সেলাই শিখে আত্ম-কর্মসংস্থানের দক্ষতা অর্জন করেছে।

ভালনারেবল উইমিন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি)

প্রকল্পের মেয়াদকাল ঃ ১ আগস্ট ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।

দাতা সংস্থা ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়।

বাজেট ঃ ১৪,৭৯,৫৩১ টাকা।

প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল ঃ প্রজেক্ট ম্যানেজার ১ জন, প্রশিক্ষক ৫ জন; এছাড়া সংস্থার নিয়োজিত জনবল: ফোকাল পার্সন ১ জন এবং হিসাব রক্ষক ১ জন, অডিট সেল, উর্ধতন ব্যবস্থাপনা।

লক্ষ্যঃ

দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নে খাদ্য সরবরাহ ও সক্ষমতা উন্নয়ন।

উদ্দেশ্যঃ

- অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করা।
- অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন করা।
- সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলা ।
- দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মমূখী করে গড়ে তোলা।
- আর্থ-সামাজিক মর্যাদা উন্নয়ন করা।

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	উপকারভোগী/ কার্ডসংখ্যা	মন্তব্য
১.	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	১১	১৭৮৫	সম্পূর্ন উপজেলা
২.	শরীয়তপুর	ডামুড্যা	৩	১০০০	আংশিক উপজেলা

কার্যক্রমের বিবরণঃ

ভিডব্লিউবি মহিলাদের জীবনদক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ, যথা -

১) ভিডব্লিউবি কর্মসূচী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা;
২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব;
৩) মা শিশু ও কিশোরীর স্বাস্থ্য খাদ্য ও পুষ্টি ;
৪) নারীর ক্ষমতায়ন;
৫) এইচ আই ভি এইডস ও মাদক এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্রভাব।

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, যথা-

১) উদ্যোক্তা উন্নয়ন;
২) দেশী মুরগী ও হাঁস পালন;
৩) বাড়ির পাশে সবজি চাষ এবং গরু ও ছাগল পালন।

অর্জনঃ

নুসা সুবিধাভোগীদের জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করছে। প্রকল্পের মোট সুবিধাভোগী ২৭৮৫ জনের মধ্যে ২৭৭৫ জন সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়মূলক কর্মকান্ডে কারিগরি জ্ঞানলাভ করেছেন। বেশীরভাগ সুবিধাভোগী মাসিক ২০০ টাকা সঞ্চয় জমা করে মেয়াদ শেষে মোট জমাকৃত সঞ্চয় পুঁজি হিসেবে সংসারে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ করেছে তাছাড়া অনেকেই এনজিও থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা নিয়ে উদ্যোগী হয়েছেন।

নুসা বিশেষ শিক্ষালয়

সময়কাল	ঃ	২০১০ সাল থেকে চলমান।
অর্থায়নে	ঃ	নুসা'র নিজস্ব তহবিল।
বাজেট	ঃ	৬,৬৪,৭২১/- (২০২৪-২৫)

ভূমিকাঃ

যে সকল শিশু সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে একত্রে পড়াশুনা করতে পারে না এরকম বিশেষায়িত শিক্ষার্থীদের জন্য নুসা বিশেষায়িত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। একজন প্রশিক্ষিত প্রধান শিক্ষকের অধিনে সহশিক্ষকবৃন্দ ৪০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়মিত বছরব্যপী সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করছে।

লক্ষ্যঃ

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।

উদ্দেশ্যঃ

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সহায়ক উপকরণের ব্যবহার শিখিয়ে আত্মনির্ভরশীল করা।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের থ্যারাপি দিয়ে সুস্থ্য ও সবল দেহের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যকলাপের মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সহায়তা করা।

শিক্ষার্থীদের বিবরণঃ

- ভর্তিকৃত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা - ৪০ জন।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের ধরণঃ বুদ্ধি - ১০ জন, শারীরিক - ০২ জন, বহুবিধ - ১১ জন, বাক - ০৮ জন, শ্রবণ - ০২ জন ও আংশিক দৃষ্টি - ০১ জন, স্বাভাবিক - ০৬ জন।

শিক্ষকঃ

- শিক্ষিকার সংখ্যা- ০৩ জন (প্রধান শিক্ষিকা- ১ জন ও সহকারী শিক্ষিকা - ২জন)।

কার্যক্রমের বিবরণঃ

- ☑ শিক্ষক প্রশিক্ষণ- ০৩ জন।
- ☑ সাপ্তাহিক ছুটি ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ০৯.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান।
- ☑ অভিভাবক সভা- ০২ টি।
- ☑ শিক্ষার্থীদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
- ☑ বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
- ☑ প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের টিফিন প্রদান।
- ☑ শিক্ষা কেন্দ্রে ও শিক্ষার্থীদের বাসায় যেয়ে থ্যারাপী দেওয়া।
- ☑ শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
- ☑ বিশেষায়িত ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক করা।
- ☑ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধি দিবস পালন।

অর্জনঃ

শিশুদের চাহিদা মাফিক পাঠ দান ও বৃত্তি মূলক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির বিকাশ ঘটেছে। সমাজে প্রতিবন্ধিতার হার হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিবন্ধি ব্যক্তিরা সমাজে সাধারণ মানুষের মতই স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারছেন।

নুসা থেরাপি সেন্টার

নুসা'র সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নিজস্ব অর্থায়নে নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) ও মাজেদা হাসপাতাল যৌথভাবে থেরাপি কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১জন পুরুষ ও ১জন নারী অভিজ্ঞ থেরাফিষ্ট দ্বারা এ সেন্টারের বিভিন্ন উন্নতমানের যন্ত্রপাতি দ্বারা থেরাপি দেওয়া হয়। শত শত রোগী থেরাপি নিয়ে আবার সাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে আসছে। অনেকের মধ্যে এমনি এক প্যারালাইসিস রোগীর সাভাবিক জীবনে ফিরে আসার বাস্তবতা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

রোগীর নাম	: মোঃ নবাব আলী,
বয়স	: ৭৫ বছর,
ঠিকানা	: ১নং ওয়ার্ড, নড়িয়া পৌরসভা, নড়িয়া, শরীয়তপুর।
রোগীর পেশা	: রিক্সাচালক এবং তিনি সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েন যার ফলে একমাত্র উপার্জনকারী হিসেবে তার সংসারে অভাব অনটন লেগে যায়।
সমস্যার অতীত বর্ণনা	: Ischemic stroke জনিত কারনে শরীরের বামপাশে (হাত ও পা) প্যারালাইসিস হয়ে যায় এবং তিনি বিছানায় পড়ে যান।
চিকিৎসা বা থেরাপি প্রদান	: মোঃ নবাব আলী নুসা থেরাপি সেন্টারে আসেন এবং সেন্টারের পরামর্শক্রমে প্রায় দীর্ঘ ৪০ দিন ১) ম্যানুয়ালী - Passive Exercise, Active-Passive Exercise, Bridging Exercise, Balancing Exercise, Gait reeducation করেন। এছাড়া ২) ইলেট্রো থেরাপি- IRR, EENS, SWD, Vibratory দেওয়ার ফলে বর্মানে স্বাস্থ্যের অবস্থা সাভাবিক হয়ে আসছে।

বর্তমানে মোঃ নবাব আলী আবার রিক্সা চালিয়ে সংসারের হাল ধরেছেন এবং আয়-রোজগার করে স্ত্রী সন্তান নিয়ে ভাল আছেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী

প্রকল্পের নাম	ঃ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকর্মসূচী।
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ চলমান।
প্রকল্প শুরু	ঃ ১লা অক্টোবর ২০১৭ থেকে।
প্রকল্পের বাজেট	ঃ ২,৫০,০০০ টাকা (২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের)।

প্রবীণদের মানব মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নুসা শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার, চরসেনসাস ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তার ধারবাহিকতায় গত ১লা অক্টোবর ২০২৩ ইং তারিখ হতে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়ে আসছে, উন্নত বিশ্বে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ রয়েছে তবে আমাদের দেশে এখনো প্রবীণদের নিয়ে সেভাবে ভাবনা হলেও বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রবীণ নীতিমালার আলোকে পিকেএসএফ ও নুসার যৌথ উদ্যোগে এই

কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচীর মুল উদ্দেশ্য হল সমাজে প্রবীণদের সম্মান ও অধিকার যাতে ক্ষুন্ন না হয় এবং প্রবীণরা যাতে অবহেলিত না হয় অর্থাৎ প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন এই কর্মসূচীর মুল লক্ষ্য। প্রবীণদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৯০ সালে ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে প্রতিবছর ১লা অক্টোবর কে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীতহয়, ১৯৯৪ সাল থেকে প্রবীণদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্বে নানা আঙ্গিকে প্রবীণদিবস পালিত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণদের ও জীবনমান উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকি, যা নিম্নে দেওয়া হলঃ-

- একজন অস্বচ্ছল গৃহহীন প্রবীনকে আবাসন ও ভরন-পোষণ বাবদ প্রতিমাসে ৪০০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে।
- শীতার্ত অসহায় প্রবীণদের মাঝে প্রতি বছর ১০০ টি কম্বল বিতরন করা হয়।
- শারিরীকভাবে অসুস্থ্য এমন প্রবীণদের মাঝে প্রতিবছর ২০ টি ছাতা, ২০ টি লাঠি, ২০ টি কমোড চেয়ার ও ২ টি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।
- প্রবীণদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয়সভার আয়োজন করা হয়।
- নবীনদের সাথে প্রবীণদের সামাজিক মেলবন্ধন তৈরি করার লক্ষ্যে প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- এছাড়াও প্রবীণদের সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা ও যুব শক্তির সমন্বয়ে সমাজের উন্নয়ন ঘটানো সহ বভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে আসছে।
- প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিমাসে একজন এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেখানে প্রবীণদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে কার্যক্রম ঃ

ওয়ার্ড সভা	৪৫ টি সভা	এ পর্যন্ত ৩৪২ টি সভা
প্রবীণ সম্মাননা	০৫ জন	এ পর্যন্ত ২৫ জন
শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা	০৫ জন	এ পর্যন্ত ১২ জন
মৃত সৎকার	০৮ জন	এ পর্যন্ত ৬৮ জন
স্যাটেলাইট	৬০০ জন	এ পর্যন্ত ৬৬৬৪ জন
চোখের ছানি অপারেশন	২৮ জন	এ পর্যন্ত ৪০০ জন
হুইল চেয়ার বিতরণ	০৪ জন	এ পর্যন্ত ৯ জন

নড়িয়া গণ পাঠাগার

সময়কাল ঃ ১৯৯১ থেকে চলমান।

দাতা সংস্থা ঃ সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের অনুদান ও নিজস্ব তহবিল।

বাজেট ঃ ১,৫০,০০০ টাকা (২০২৪-২০২৫)।

ভূমিকা ঃ

নড়িয়া গণ পাঠাগার একটি অন্যতম শিক্ষা-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। পাঠাগার মানুষের জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধি করে এবং মেধা বিকাশে সহযোগিতা করে। এখানে প্রতিদিন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী, সরকারি বেসরকারি চাকুরীজীবি ও অন্যান্য শ্রেণীর/পেশার শিক্ষিত মানুষ উপস্থিত হয়ে পত্রিকা, ম্যাগাজিন, উপন্যাস, ইতিহাস, ধর্মীয়,সাহিত্যিক, রচনাসামগ্রী ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করে থাকেন এবং নিয়মিত সদস্যরা বই বাসায় নিয়ে পড়তে পারেন।

পাঠক সংখ্যা ঃ ২১০০ প্রায়।

লক্ষ্য ঃ পাঠাভ্যাস গঠন ও জ্ঞানলাভের জন্য এলাকার শিক্ষিত জনগনের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য ঃ ১) পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা
২) পাঠ্যাভ্যাস গঠনে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কর্ম এলাকা ঃ সমগ্র নড়িয়া উপজেলা।

কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

পাঠ প্রতিযোগিতা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিষয়ভিত্তিক সচেতনামূলক উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করার মাধ্যমে নড়িয়া গণ পাঠাগারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অর্জন ঃ

ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১.	বই -এর সংখ্যা	৩৬২৪	উপন্যাস, নাটক, কৌতুক, ইতিহাস, গল্প, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক, শিশুতোষ, ধর্মীয় অন্যান্যসহ কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী, এমপিএর লিখিত বই রয়েছে।
২.	কর্মচারীর সংখ্যা	০২ জন	১জন গ্রন্থাগারিক ও ১জন গ্রন্থাগারিক সহকারী
৩.	পাঠকের সংখ্যা (দৈনিক)	২০-৩০ জন	সদস্য ছাড়া যে কোন ব্যক্তি পাঠাগারে এসে পছন্দমত বই পাঠ করতে পারে।
২০২৪-২৫ সময়ে কার্যক্রম			
৪.	উঠান বৈঠক	০৪	আলোকিত মানুষ হওয়ার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।
৫.	দিবস উদযাপন	০২	নারী দিবস, প্রতিবন্ধী দিবস, শিশু অধিকার দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস।
৬.	পাঠ প্রতিযোগিতা	১০	৩জনকে পুরস্কার ও অন্যান্যদের সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে
৭.	চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	২০	৩জনকে পুরস্কার ও অন্যান্যদের সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে
৮.	রচনা প্রতিযোগিতা	১১	৩জনকে পুরস্কার ও অন্যান্যদের সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে

ফলাফলঃ
- স্থানীয় পাঠকদের জ্ঞান চর্চার অভ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিশুরা ও কিশোররা তাদের পছন্দমত ছড়া, কবিতা গল্প পড়তে পারে।
- প্রায় ৪ (চার) হাজার বই সংরক্ষিত রয়েছে।

নুসা তথ্য সেবা কেন্দ্র

সময়কাল ঃ জুলাই ২০১২ থেকে চলমান।

লক্ষ্য ঃ তথ্যসেবা আধুনিক পদ্ধতিতে মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলা।

উদ্দেশ্য ঃ কর্মএলাকার সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন ও সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ নুসা'র সকল প্রকল্পের উপকারভোগী ও সাধারণ জনগণ।

ভূমিকা ঃ নুসা সামাজিক উন্নয়নমুলক কার্যক্রমের আওতায় সদস্য ও সাধারণ জনগণের তথ্য সেবা প্রদান করে থাকে।

কর্মএলাকা ঃ সমগ্র শরীয়তপুর জেলা।

অর্জন ঃ

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	লক্ষ্য	অর্জন	মন্তব্য
১.	প্রাইমারী রেজাল্ট জানানো	৭০০	৭৫০	
২.	জেএসসি রেজাল্ট জানানো	৬০০	৫০০	
৩.	এস.এস.সি রেজাল্ট জানানো	৮০০	৭০০	
৪.	এইচ.এস.সি রেজাল্ট জানানো	৫০০	৪০০	
৫.	শিক্ষক নিবন্ধন ফরম পূরণ	১২০০	৮০০	
৬.	অনলাইনে চাকুরির দরখাস্ত পূরণ	২১০০	১০০০	
৭.	ফেইজবুক আইডি ওপেন	১২০০	৭০০	
৮.	নতুন মেইল আইডি ওপেন	১৭৫০	১০০০	
৯.	অনলাইনে ভর্তি ফরম পুরণ	১৪০০	১২০০	
১০.	কম্পিউটার কম্পোজ	২১০০	২০০০	
১১.	ডকুমেন্ট স্ক্যানিং	১৬০০	১৭০০	
১২.	সঞ্চয় এবং লোনের তথ্য সদস্যদের জানানো	১৫৫০০	১৭০০০	
১৩.	দূর্যোগ সম্পর্কে অবহিত করা	৬৫০০	৪০০০	
১৪.	স্কাইপের মাধ্যমে ভিডিও কল	১৭০০	১৮০০	
১৫.	ছবি প্রিন্ট	১৫০০	১৬০০	
১৬.	স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে ক্লাশ রুটিন বিতরণ	৩০০০	৪০০০	

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

ভূমিকাঃ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন নুসা'র নিয়মিত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

উদ্দেশ্যঃ

- দিবস উদযাপনের মাধ্যমে সরকারের সামগ্রীক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা।
- বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে উৎসাহিত করা ও অবগত করানো।
- বিভিন্ন দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে জনগণকে জানতে সহযোগিতা করা।

কার্যক্রমঃ

গত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত দিবসগুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে এবং দিবসের তাৎপর্য আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ঃ-

ক্র. নং	দিবসের শিরোনাম	ব্যাচ সংখ্যা
১.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
২.	আন্তর্জাতিক নারী দিবস	০৮ মার্চ
৩.	স্বাধীনতা দিবস	২৬ মার্চ
৪.	আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস	০১ মে
৫.	বিশ্ব পরিবেশ দিবস	০৫ জুন
৬.	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস	০৮ সেপ্টেম্বর
৭.	জাতীয় স্যানিটেশন মাস	অক্টোবর
৮.	দূর্যোগ প্রশমন দিবস	১৫ অক্টোবর
৯.	জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস	০৩ ডিসেম্বর
১০.	বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর
১১.	আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবস	১৮ ডিসেম্বর

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statement of Financial Position
AS AT JUNE 30, 2025

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2024-2025	2023-2024
A. PROPERTIES & ASSETS :			
Non-Currents Assets:		**87,345,294**	**84,152,385**
Property, Plant & Equipment's	6.00	87,345,294	84,152,385
B. Current Assets:		**4,141,299,432**	**3,309,098,190**
Loan to Members	7.00	3,547,327,238	2,592,169,371
Investments- Short term	8.00	321,700,354	306,327,386
Other Short Term Loans	9.00	13,916,785	217,594,240
Accounts Receivable	10.00	4,723,469	47,846,327
Advance, Deposit & Prepayments	11.00	13,919,671	13,596,969
Unsettled Staff Advance	12.00	6,084,073	6,084,073
Cash & Cash Equivalent	13.00	233,627,842	125,479,824
TOTAL PROPERTIES & ASSETS : (A+B)		**4,228,644,726**	**3,393,250,575**
CAPITAL FUND & LIABILITIES :			
A. Capital Fund		**856,854,913**	**786,077,256**
Donors Grant for Capital Fund	14.00	147,441,976	211,568,640
Cumulative Surplus	15.00	633,207,849	501,364,682
Statutory Reserve Fund	15.01	76,205,088	60,594,080
PKSF Grant Advance		-	12,549,854
B. Non-Current Liabilities :		**2,024,155,874**	**1,538,980,829**
Loan from PKSF-Long term	16.00	1,578,423,468	1,316,647,713
Loan from Commercial Banks -Long Term	17.00	408,244,287	169,601,552
Loan from Other Source - Short Term	18.00	10,586,310	28,672,480
Accumulated Deprecation	6.01	26,901,809	24,059,084
C. Current Liabilities:		**1,347,633,939**	**1,068,192,489**
Members Savings	19.00	1,044,714,800	796,803,775
Provisions for Interest on Member Savings	20.00	944,773	661,323
Loan Loss Provision (LLP)	21.00	164,577,045	123,003,855
Accounts Payables	22.00	1,265,881	40,209,294
Provision for Expenses	23.00	2,773,111	2,227,487
Staff security	24.00	4,897,375	3,567,375
Insurance Fund	25.00	120,050,814	94,664,117
Forfit to Leave Staff	26.00	-	257,488
Other Liabilities - Programs & Projects	27.00	8,410,140	6,797,775
TOTAL CAPITAL FUND & LIABILITIES : (A+B+C)		**4,228,644,726**	**3,393,250,574**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Asst. Director (F&A) | **Executive Director** | **Chairman**

অ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান, নুসা।

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Shah Alam
Assistant Director (F&A)
NUSA.

Majeda Shawkat Ali
Executive Director. NUSA.

Dated: October 13, 2025
Dhaka

Kazi Zahir Khan & Co.
Chartered Accountants

KAZI ZAHIR KHAN & CO. Dhaka-1000 Chartered Accountants

2

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income
For the FY Ended 30th June, 2025

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2024-2025	2023-2024
A. Income:			
Service Charges on Members Loan	**28.00**	620,394,567	529,378,555
Others Income / NUSA Contribution	**29.00**	35,362,277	5,369,030
Bank Interest	**30.00**	30,297,210	16,366,306
Total income (A)		**686,054,054**	**551,113,891**
B.Expenditure:			
Service Charges Paid To PKSF Loan	**31.00**	74,224,563	65,707,563
Interest on Member Savings	**32.00**	50,475,322	45,633,634
Interest on Bank Loan	**33.00**	31,436,438	20,251,758
Interest Expenses on other Loan	**34.00**	627,731	585,142
Salary and allowances	**35.00**	251,765,825	198,661,839
Operating / Program Activity Cost	**36.00**	106,055,862	132,607,656
Total expenditure(B)		**514,585,741**	**463,447,592**
C. Excess of Income over Expenditure (A-B)		171,468,313	87,666,299
Grand Total(B+C)		**686,054,054**	**551,113,891**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Asst. Director (F&A) Shah Alam, Assistant Director (F&A), NUSA.

Executive Director Majeda Shawkat Ali, Executive Director, NUSA.

Chairman এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ চেয়ারম্যান, নুসা।

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: October 13, 2025
Dhaka

Kazi Zahir Khan & Co.
Chartered Accountants

KAZI ZAHIR KHAN & CO. Dhaka-1000 Chartered Accountants

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statements of Receipts & Payments
For the FY Ended 30th June, 2025

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2024-2025	2023-2024
A. RECEIPTS:			
Opening Balance:		**149,379,688**	**111,752,291**
Cash & Cash Equivalents		149,379,688	111,752,291
Loan/Fund Received from PKSF	37.00	873,997,630	854,500,000
Loan from Bank	38.00	427,000,000	115,000,000
Loan Received from Others Source	39.00	188,281,718	75,552,877
Members Loan Recovary	40.00	4,281,448,309	3,842,040,062
Members Savings Collection	41.00	545,738,157	421,982,105
Encashment of Investment FDR	42.00	119,671,467	30,348,750
Service Charges on Members Loan	43.00	620,329,307	528,373,517
Others Short Term Loans (Project)	44.00	29,641,597	32,924,600
Others Income	45.00	3,444,082	4,434,692
Interest of Income	46.00	28,890,658	17,117,368
Others Receipts Fund	47.00	130,874,718	132,674,231
Advance Collection	48.00	15,302,800	25,346,521
NUSA Social Development Fund	49.00	-	696,000
Receipts on Provision & Payable	50.00	5,402,367	8,823,142
Total Cash Available (A)		**7,419,402,498**	**6,201,566,156**
B. PAYMENTS:			
Loan Disbursement to Members/Microfin	51.00	5,057,344,000	4,256,865,000
Refund of PKSF Loan	52.00	605,224,245	557,335,610
Refund of Bank Loan	53.00	188,357,265	202,721,261
Refund of Others Loan	54.00	168,875,815	61,277,741
Refund of Savings	55.00	460,873,953	353,384,205
Service Charge Paid to PKSF	56.00	74,224,563	65,707,563
Interest on Group Savings	57.00	14,974,738	14,112,351
Interest of Bank Loan	58.00	31,436,438	20,251,758
Interest of others Loan	59.00	627,731	585,142
Refund Other Short Term Loans (Project)	60.00	33,298,349	58,950,992
Salary & Allowance	61.00	250,044,676	195,810,139
Operating cost	62.00	42,045,161	46,993,596
Advance Payment	63.00	33,032,521	17,772,665
Investment (FDR)	64.00	133,729,505	136,914,653
Capital Expenditure (to be specified)	65.00	2,660,622	2,635,044
Others Payment	66.00	40,088,084	22,639,611
Provision & Payable	67.00	45,389,432	57,346,137
Programs and Projects Expenses	68.00	438,537	226,645
Social Development Work	69.00	3,109,021	4,556,219
Total Cash Payment (B)		**7,185,774,656**	**6,076,086,332**

KAZI ZAHIR KHAN & CO. KZKC Dhaka-1000 Chartered Accountants

Kazi Zahir Khan & Co.
Chartered Accountants

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2024-2025	2023-2024
C. CLOSING BALANCE (A-B)			
Cash & Cash Equivalents	13.00	233,627,842	125,479,824
GRAND TOTAL (B+C)		7,419,402,498	6,201,566,156

Asst. Director (F&A)
Shah Alam
Assistant Director (F&A)
NUSA.

Executive Director
Majeda Shawkat Ali
Executive Director. NUSA.

Chairman
এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান, নুসা।

KAZI ZAHIR KHAN & CO. KZKC Dhaka-1000 Chartered Accountants

Kazi Zahir Khan & Co.
Chartered Accountants

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statement of Cash Flows
For the FY Ended 30th June, 2025

PARTICULARS	Notes	Amoun in Taka	
		30.06.2025	30.06.2024
A. Cash Flow from Operating Activities:			
Excess of Income over Expenditure or, Excess of Expenditure over Income		171,468,313	87,666,299
Add: Amount Considered as Non Cash Transactions :		-	-
Loan Loss Provision (LLP)		41,573,190	34,581,257
Depreciation for the Year		3,632,268	3,549,231
Interest on Members Savings		35,501,584	31,521,283
Salary and allowances		-	450,881
Others Operating Non Cash Transactions (to be specified)		-	43,151,525
Social Development Fund		7,971,872	179,259
Sub Total of Non Cash Items		**260,147,227**	**201,099,735**
Loan Disbursement to Members	49.00	(5,057,344,000)	(4,256,865,000)
Loan Realization from Members	39.00	4,281,448,309	3,842,040,062
Increase /Decrease in other Current Assets		483,032,075	250,967,756
Increase /Decrease in other Current Liabilities		-	(40,942,198)
		(292,863,616)	**(204,799,380)**
Net Cash Generated from/(Used in) Operating Activities		**(32,716,389)**	**(3,699,645)**
B. Cash Flows from Investing Activities			
Acquisition of Property, Plant and Equipment	63.00	(2,660,622)	(2,635,044)
Sale of Property, Plant and Equipment		-	-
Investment of FDR	62.00	(133,729,505)	(136,914,653)
Encashment of FDR	41.00	119,671,467	30,348,750
Others (to be specified)		-	-
Net Cash Generated from/(Used in) Investing Activities		**(16,718,660)**	**(109,200,947)**
C. Cash Flow from Financing Activities:			
Loan Received from Different Sources	38.00	188,281,718	75,552,877
Repayment of Loan Received from Different Sources	52.00	(168,875,815)	(61,277,741)
Received on Other Short Term Loans (Project)	43.00	29,641,597	32,924,600
Refund of Other Short Term Loans (Project)	58.00	(33,298,349)	(58,950,992)
Member Savings	40.00	545,738,157	421,982,105
Refund of Members Savings	53.00	(460,873,953)	(353,384,205)
Members welfare fund	46.00	130,874,718	132,674,231
Refund Members welfare fund	64.00	(40,088,084)	(22,639,611)
Advance Receipts	47.00	15,302,800	25,346,521
Advance Payment	61.00	(33,032,521)	(17,772,665)
Receipts on Provision & Payable	48.00	5,402,367	8,823,142
Payment on Provision & Payable	65.00	(45,389,432)	(57,346,137)
Net Cash Generated from/(Used in) Financing Activities		**133,683,203**	**125,932,125**
D. Net Increase / decrease in Cash & Bank Balance (A+B+C)		**84,248,154**	**13,031,533**
Add: Cash & Bank Balance at the beginning of the year		149,379,688	111,752,291
Cash & Bank Balance at the end of the year		**233,627,842**	**124,783,824**

Asst. Director (F&A)
Shah Alam
Assistant Director (F&A)
NUSA

Executive Director
Majeda Shawkat Ali
Executive Director. NUSA

KAZI ZAHIR KHAN & CO. KZKC Dhaka-1000 Chartered Accountants

Chairman
এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান, নুসা।

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statement of Changes in Capital Fund
For the Ended 30th June, 2025

Particulars	Notes	Amount in TK	
		30.06.2025	30.06.2024
Opening Balance		**633,207,849**	**501,364,682**
Add : Excess of Income over Expenditure during the year or, Excess of Expenditure over Income		171,468,313	87,666,299
Add.Social Development Unspent Cost		-	71,580
Add.Advance Return of General Fund		-	40,000
Add. Fixed Assets Disposal		-	17,040
Total		**804,676,162**	**589,162,456**
Less. Social Development Work During The Year		7,971,872	9,358,362
Less. Project Contribution during the year		891,396	-
Less. Fixed Assets Disposal		3,826	5,710
Less. Land Registratioon Cost		-	1,000,000
Total		**8,867,094**	**10,364,072**
Closing Balance		**795,809,068**	**578,798,384**
Less. Statutory Reserve fund during the year		15,634,473	12,149,329
Closing Balance		**780,174,595**	**566,649,055**

Asst. Director (F&A)
Shah Alam
Assistant Director (F&A)
NUSA.

Executive Director
Majeda Shawkat Ali
Executive Director. NUSA.

Chairman
এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান, নুসা।

KAZI ZAHIR KHAN & CO. KZKC Dhaka-1000 Chartered Accountants

7

NUSA

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

প্রধান কার্যালয়ঃ
নড়িয়া-শরীয়তপুর রোড,
নড়িয়া, শরীয়তপুর-৮০২০।
+৮৮ ০১৩২১-২৩২ ৬৬৫

ঢাকা অফিসঃ
বাড়ি ১৯৪, রোড ০১,
মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯-৭৫৫ ৮৬৯

Facebook

Website